NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পর্বে হিন্দু সমাজে উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ

স্থানীয়দের কাজ, আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে আইএনটিটিইউসি ৫

কলকাতা ১ মার্চ ২০২৪ ১৭ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.3.2024, Vol.17, Issue No. 259, 8 Pages, Price 3.00

গ্রেপ্তার শাহজাহান, দশ দিনের পুলিশি হেপাজত

এলাকাজুড়ে অকাল হোলি, মিষ্টি বিলি, ফাটল বাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রেপ্তার সন্দেশখালির 'ত্রাস' শেখ শাহাজাহান। ইডি হামলার ৫৫ দিনের মাথায় গ্রেপ্তারের পর বসিরহাট মহকুমা আদালতে মাত্র ১০ মিনিটের শুনানি হয়। তাতেই ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত দেওয়া হয়েছে সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা'কে। প্রভাবশালী তকমা দিয়ে শাহজাহানের জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে পুলিশ।

এদিকে, শাহজাহানের খবর রটতেই আনন্দের হাওয়া বইছে সন্দেশখালিতে। অকাল হোলি খেললেন মহিলারা। আবির, বাজি, মিষ্টিমুখে মাতলেন এলাকার বাসিন্দা। একটা অধ্যায়ের শেষ হল বলেই মনে করছে এলাকার মানুষ। তবে ভয়ও হচ্ছে এবার জেলে থেকে তার সাম্রাজ্য চালাবে নাতো শাহাজাহান? হাইকোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠতেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে সন্দেশখালির শেখ শাহজান। বুধবার রাতে তাকে মিনাখার বামুনপুকুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তাকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার জন্য বিচারকের কাছে আবেদন জানায়। সেইমতন বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শাহজাহানের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। যার অধিকাংশই জামিন অযোগ্য ধারা। আইনজীবী রাজা ভৌমিক জানান, দুটি মামলায় এদিন শাহজাহানকে আদালতে তোলা হয়। তারমধ্যে একটি ইডির পক্ষথেকে তাদের আধিকারিকদের মারধোর ও হেনস্তা করার জন্য মামলা হয়েছে। অন্যটি, পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একটি মামলা করেছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ হয়েছে সন্দেশখালি থানায়। সেই অভিযোগগুলি দুই থেকে তিন বছর আগের ঘটনার অভিযোগ। সেগুলিরও তদন্ত চলছে। তবে পুরনো কেস হওয়াতে তার জন্য তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতে সময় লাগছে। তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছিলো, আইনের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে আগামী ৭ দিনের মাথায় গ্রেপ্তার হবেন শেখ শাহজাহান। দলের সেই ডেডলাইনের তিনদিনের মাথায় গ্রেপ্তার হলেন মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্দেশখালির আকুঞ্জিপাড়া এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তৃণমূল নেতাকে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার সন্দেশখালিতে রাত্রিযাপনের পরই কোথাও একটা জল্পনা চলছিল, এবার হয়তো শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হবেন। বাস্তবে তাই হলো।

৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রেপ্তারির পরই কড়া ব্যবস্থা। শেখ শাহজাহানকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। আগামী ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান ব্রাত্য বসু এবং ডেরেক ও'ব্রায়েনরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন শেখ শাহজাহান। পাশাপাশি, সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ছিলেন তিনি। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন শাহজাহান। সম্প্রতি রেশন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে চলে আসেন। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। আক্রান্ত হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তার পর থেকে শিরোনামে সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা'। ৫৫ দিন বুধবার রাতে গ্রেপ্তার শাহজাহান। তাঁর গ্রেপ্তারির পরই কঠোর সিদ্ধান্ত তৃণমূলের। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'শেখ শাহজাহানকে দল থেকে আগামী ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।' ব্রাত্য বসু বলেন, 'দলের কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে তৃণমূল যে পদক্ষেপ করে, এটাই তার প্রমাণ। যদিও তৃণমূলের কাছে এটা নতুন কিছু নয়। তৃণমূল আগেও এ কাজ করেছে।' এর পরই বিজেপিকে একহাত নিয়ে ব্রাত্য বলেন, 'বিজেপি তো আর তৃণমূল নয়। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, শুভেন্দু অধিকারী, হিমন্ত বিশ্বশর্মা বা নারায়ণ রাণেকে সাসপেন্ড করে দেখান উনি। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী, ব্রিজভূষণ বা অজয় মিশ্র টেনির ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?'

গ্রেপ্তার শাহজাহানের সঙ্গীও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকালে বসিরহাটের মিনাখাঁ থেকে গ্রেপ্তার শাহজাহান, আর দুপুর না গড়াতেই তাঁর সাগরেদ আমির আলি গাজির গ্রেপ্তারির খবর মিলেছে ভিনরাজ্য থেকে। ধর্ষণের অভিযোগে ঝাড়খণ্ড থেকে পুলিশের জালে আসা আমির আলি গাজিকে এখানে এনে বসিরহাট আদালতে পেশ করে বসিরহাট থানার পুলিশ। তাকে ৫ দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শাহজাহানের সাগরেদ হিসেবে সন্দেশখালিবাসীর কাছে আমির আলি গাজিও ছিলেন 'ত্রাস'। তাঁর বিরুদ্ধেও জমি দখল, হুমকি, মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণের চেষ্টার মতো একাধিক অভিযোগ ছিল। সন্দেশখালিতে উত্তেজনা ছড়ানোর পর থেকেই শাহজাহান ও তাঁর দলবলের মধ্যে পুলিশের নজর ছিল আমির আলি গাজির দিকেও। তবে এতদিন এলাকাছাড়া ছিলেন গাজি।

উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফের সরব মমতা

ঝাড়গ্রাম ● চিত্ত মাহাতো

রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে সাধারণ মানুষকে যে সকল সুযোগ সুবিধা বা অনুদান দিচ্ছে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামের প্রশাসনিক সভায় সেগুলিই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করার পর শুরু করেন লদীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজ সাথী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের বর্ণনা। বেশ কিছুক্ষণ ধামসা মাদলের তালে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নাচেন, ধামসাও বাজান তিনি।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। দিল্লির বাবুরা লুকিয়ে লুকিয়ে উজালা গ্যাস দিচ্ছে। আমরা বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছি। কেন্দ্র হয়তো গ্যাসের দাম ২০০০ টাকা করে দেবে। বাংলার মানুষকে কেন্দ্র ভালবাসেনা। সাধারণ মানুষের আধার কার্ড কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা সেই সব মানুষদের পাল্টা কার্ড দেবো। তাদের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তাদের নাগরিকত্ব না থাকলে লদীর ভান্ডার ইত্যাদি পাচ্ছে কি করে। কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে না। সবাই থাকবে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ঝাড়গ্রাম ছোট জেলা। এখানকার সব মানুষ সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন। যারা ১০০ দিনের কাজের মজুরি পায়নি তাদের আমরা টাকা মিটিয়ে দেব। এ পর্যন্ত ৪৭ লক্ষ বাড়ি আমরা করে দিয়েছি। গরিব মানুষদের ২৮৬টি উদ্বাস্তু কলোনিকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। আদিবাসীদের জন্য স্কুলগুলিতে ৯২ জন প্যারা টিচার নিয়োগ করা হচ্ছে। ১১ লক্ষ মানুষকে বার্ধক্য ভাতা এবং এক লক্ষ চার হাজার জনকে বিধবা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এবছর আরও ১৬ লক্ষ মহিলা লদীর ভান্ডার পাবে। সকলের জন্য ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে হাজার টাকা করা হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে বারোশো টাকা করা হয়েছে। এই টাকা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পাবেন। ছেলে মেয়েদের আগামী বছর থেকে ক্লাস ইলেভেন থেকেই স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে। কৃষি ও শিল্পের জন্য জেলায় জেলায় তৈরি হবে বিগবাজার। যেখানে কৃষক এবং শিল্পীরা তাদের তৈরি করা জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারবে। মৎস্যজীবী-সহ বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা মারা গেলে তাদের পরিবার ২ লক্ষ টাকা করে পাবেন।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জঙ্গলমহল-সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হাতির উপদ্রব রয়েছে। দিন দিন হাতির সংখ্যা বাড়ছে। ঝাড়খণ্ড এবং নেপাল থেকে এরাজ্যে হাতির ঢুকে পড়ছে। নেপাল হাতিদের মেরে ফেলে কিন্তু আমরা তা করি না। হাতিতে মেরে ফেলেছে এরকম ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এ পর্যন্ত ৭৫০ জনকে বনদপ্তরে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এরা বারো হাজার টাকা করে মাইনে পাচ্ছেন।' জঙ্গলমহলের বিগত দিনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এক সময় রক্তাক্ত ছিল জঙ্গলমহল। বেলপাহাড়ি, লালগড় এলাকায় আমি ঘুরতাম। কি ভয়াবহ দিন গিয়েছে তা দেখেছি। কিন্তু এখন আর রক্ত নেই। এখন উন্নয়নের পালা।'

এদিন, অনুষ্ঠান শুরুর পর ছেলেমেয়েদের সাইকেল, সাধারণ মানুষদের পাট্টা, লোধাদের বাড়ির চেক, জাতিগত সমস্যাপত্র তুলে দেওয়া হয়। আদিবাসী সমাজের কয়েকজন লেখক ও শিল্পীকে সম্মান জানানো হয়। খেরওয়াল সোরেনকে দেওয়া হয় বঙ্গবিভূষণ। অন্যান্য আদিবাসীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ধামসা মাদল।

'বাংলায় আবার আইনশৃঙ্খলার সূর্যোদয় হবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে গ্রেপ্তার হয়েছে শেখ শাহজাহান। সন্দেশখালি থেকেই ধরা পড়েছে সেখানকার 'বাঘ'। আর শাহজাহানের গ্রেপ্তারিতে খুশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এ দিন মুম্বই থেকে ফিরে তিনি বলেন, 'প্রত্যেকের জন্য এটা একটা শিক্ষা।'

শাহজাহানের গ্রেপ্তারি নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন রাজ্যপাল। এ দিন মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'আমি বলেছিলাম প্রত্যেক সুরঙ্গের শেষে আলো অপেক্ষা করে। এটাই হল গণতন্ত্র। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এটা প্রত্যেকের জন্যই একটা শিক্ষা। আশা করি বাংলায় আবার আইন-শৃঙ্খলার সূর্যোদয় হবে।' প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহের সোমবারই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শাহজাহান ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন তিনি। যদি গ্রেপ্তার না করা যায়, তবে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যকে কারণ দর্শানোর কড়া নির্দেশও দেন তিনি।

উত্তরপ্রদেশে ২ নাবালিকাকে গণধর্ষণ করার পর ব্ল্যাকমেল

গাছ থেকে উদ্ধার ২ জনের ঝুলন্ত দেহ

লখনউ, ২৯ ফেব্রুয়ারি: জোর করে মদ খাইয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ তুলেছিল পরিবার। এ বার সেই দুই কিশোরীরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বাড়ি থেকে ৪০০ মিটার দূরে একটি গাছ থেকে দুই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এক্স হ্যান্ডেলে যোগীকে তোপ দেগেছেন তৃণমূল সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার এবং রাজ্যের মন্ত্রী শশি পাঁজা। পুলিশকে দুই কিশোরীর পরিবার জানিয়েছে, বুধবার রাতে তারা শৌচকর্মের জন্য বেরিয়েছিল। তার পর বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যাওয়ার পরেও না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তখনই বাড়ি থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে একটি গাছ থেকে দুই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। কিশোরীরা ঘাতমপুর এলাকার একটি ইটভাটায় কাজ করত। পরিবারের অভিযোগ, দিন কয়েক আগে ওই দুই কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে মদ্যপান করিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। আর এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ঠিকাদার রামরূপ নিশাদের পুত্র রাজু এবং ভাইপো সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে। পুলিশের কাছে কিশোরীদের পরিবার দাবি করেছে, সেই ঘটনার ভিডিও তোলে রাজু এবং সঞ্জয়। তার পর দুই কিশোরীকে সেই ভিডিও ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করত। এই ঘটনাতেই সরব হয়েছে তৃণমূল। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ট্যাগ করে তৃণমূল সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তুলেছেন, 'কবে বন্ধ হবে এই ধরনের নৃশংসতা? আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার নারীবিরোধী, জঙ্গলরাজ সরকার ছাড়া কিছুই নয়!' কাকলী আরও লেখেন,'বেটি বাঁচাও অথবা বেটি মার ডালো।' একই বিষয়ে মন্ত্রী শশি পাঁজা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'উত্তরপ্রদেশে আরও একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। ঘাটমপুরে দুই তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়, তারপর গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আপনার ব্যর্থতার ভয়াবহ স্মারক মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এখনই জবাবদিহি করুন। আপনার হাত ইতিমধ্যে নিষ্পাপ মেয়েদের রক্তে রঞ্জিত।' কানপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসিপি) হরিশচন্দ্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, সে কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে দুই কিশোরী। এসিপি আরও জানিয়েছেন, ঠিকাদার এবং তাঁর পুত্র, ভাইপোর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ডি (গণধর্ষণ), ৩০৬ (আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া) এবং পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

শাহজাহানের মামলা তদন্ত করবে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারির মামলা গেল সিআইডি-র হাতে। ইডি-র উপর হামলার অভিযোগ গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। এবার সেই মামলা হাতে নিল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। শাহজাহান শেখকে বৃহস্পতিবার বসিরহাট থেকে সোজা নিয়ে আসা হয় ভবানী-ভবনে। আগামী দশ দিন তাঁকে রাখা হবে সেখানে। তার কারণ এই মামলা এবার থেকে তদন্ত করবে সিআইডি। গোয়েন্দা আধিকারিকরা জেরা করবেন তাঁকে। জানার চেষ্টা করবেন, এই তৃণমূল নেতা কাদের-কাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা করেছিল, ইডি অফিসারদের মোবাইল, ল্যাপটপ এবং যে সকল নথি লুঠ করা হয়েছিল তা কোথায় রাখা হয়েছে, পলাতক অভিযুক্তরাই বা কোথায়। এবার থেকে সিআইডি তাঁকে বসিরহাট আদালতে পেশ করবে।

শাহজাহানকে গ্রেপ্তারে আইনি কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল: এডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৫৫ দিনের মাথায় গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে সকাল ৯টায় মিনাখাঁ থানায় সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। তিনি জানান, মিনাখাঁ থানার বামনপুকুর থেকে গ্রেপ্তার শাহজাহান। শাহজাহানকে গ্রেপ্তারে আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল। আদালত স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার পর গত রাতে মিনাখাঁ থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হেয়েছে ভোর রাতে। বৃহস্পতিবার এডিজি বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে লাগাতার বলা হয়েছে পুলিশ ইচ্ছাকৃত ভাবে শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করছে না। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এটা ঠিক নয়। এটা ভুল। এটা অপপ্রচার। আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল। দিন দুয়েক আগে যখন মাননীয় উচ্চ আদালতের তরফে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে গ্রেপ্তারির উপরে কোনও বিধিনিষেধ নেই, তখন আমরা জোরকদমে তল্লাশি শুরু করি। গত রাতে মিনাখাঁ থানার বামনপুকুর অঞ্চল থেকে শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করি।' এমনকী, ন্যাজাট থানায় একটি এফআইআর করা নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সেই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেন তিনি। বলেন, অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে এমনটা হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) জানান, সন্দেশখালিতে অনেক ধরনের মানুষ আসছেন। তাঁদের কাছে পুলিশের তরফে তাঁর আর্জি, 'এমন কিছু করবেন না, যাতে এলাকায় ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হয়।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'কিছু কিছু নেতা, বিশেষ করে বিরোধী দলের কেউ কেউ এমন কথা বলছেন, পুলিশের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করছেন, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এমন কিছু না করলেই ভাল হয়।' তিনি আরও জানান, ১৪৭, ১৪৮-সহ একাধিক ধারায় শাহজাহানের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও ইডি শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যোগী হল না কেন? এমন প্রশ্নও তোলেন এডিজি সুপ্রতিম।

শাহজাহানের বিরুদ্ধে ৩৪টি ধারায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে মোট ৩৪টি ধারায় মামলা করা হয়েছে। শাহজাহানকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ইডির উপর হামলার ঘটনায় ন্যাজাট থানায় দু'টি এফআইআর হয়েছিল। ওই দু'টি মামলাতেই মোট ৩৪টি ধারা যুক্ত করা হয়েছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। শাহজাহানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির যে যে ধারা যুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ৩৯২ এবং ৩৯৫। এ ছাড়া, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ নম্বর ধারা, যা খুনের চেষ্টার অপরাধে যুক্ত হয়। শাহজাহানের বিরুদ্ধে ধারাগুলি হল; ৩২৫ (ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর আঘাত করা), ৩২৬ (ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা), ৩৩৩ (সরকারি আধিকারিকের কাজে বাধা দেওয়া এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করা), ১৮৯ (সরকারি আধিকারিককে হুমকি দেওয়া, ভয় দেখানো), ৩৯৭ (ডাকাতির সময়ে কাউকে গুরুতর আঘাত করা), ৪২৬ এবং ৪৪০ (অনিষ্ট করা এবং তা করতে গিয়ে কাউকে আঘাত, কারও মৃত্যুর কারণ হওয়া), ৩৪২ (কাউকে জোর করে আটকে রাখা), ১৪৩ (কোনও বেআইনি সংগঠনের সদস্য হওয়া), ১০৯ (অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া)। এ ছাড়া ৩৯২, ৩০৭, ৩২৬, ৩৩৩-এর মতো ধারাগুলি জামিন অযোগ্য।

শাহজাহানের গ্রেপ্তারিতে পুলিশকে বিঁধলেন বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি কাণ্ডে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। সিপিএম, বিজেপি নেতৃত্ব পৌঁছে গিয়েছিল 'হট স্পটে'। আমজনতার সঙ্গে তাঁরাও প্রশ্ন তুলেছিলেন, কবে গ্রেপ্তার হবেন শেখ শাহজাহান। ৫৫ দিনের মাথায় অবশেষে পুলিশের জালে সন্দেশখালির 'বাঘ'। কিন্তু এতদিন পর এই গ্রেপ্তারি নিয়ে রাজ্য পুলিশকে বিঁধলেন বিরোধীরা । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সাফ কথা, 'পুলিশের সঙ্গে ডিল চূড়ান্ত হতেই সন্দেশখালি বেতাজ বাদশা গ্রেপ্তার হয়েছে।' এক্স হ্যান্ডেলে বিরোধী দলনেতা লেখেন, 'কালকেই বলেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের নিরাপদ হেপাজতে রয়েছেন সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান। এখন তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হচ্ছে। এটা আসলে পারস্পরিক বোঝাপড়া। পুলিশ ও জেল হেপাজতে তিনি কী কী সুবিধা পাবেন, তা নিয়ে ডিলের খুঁটিনাটি চূড়ান্ত হতেই গ্রেপ্তার দেখানো হল।' এদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, 'বিজেপির লাগাতার আন্দোলনের চাপেই শেষপর্যন্ত শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হল রাজ্য পুলিশ। আর কোনও উপায় ছিল না ওদের কাছে।' এই গ্রেপ্তারির জন্য রাজ্য পুলিশকে বাহবা দিতে একেবারেই রাজি নন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'শাহজাহানকে আলালের ঘর দুলাল করে রেখেছিল রাজ্য পুলিশ। আরও হৃষ্টপুষ্ট করে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারির পর তো তাঁকে হোটেলে রাখা হবে।' একই সুর শোনা গিয়েছে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলছেন, গ্রেপ্তারিতে পুলিশের অযোগ্য, অপদার্থতা প্রমাণ হয়ে গেল। শেষমেশ গ্রেপ্তার দেখানো হল। তাঁকে জামাই আদর করে রাখা হয়েছিল। নিরাপত্তা দিয়ে রাখা হয়েছিল। গ্রামের মানুষ সব জানত। তাঁরা বলেছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ২৭/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৯৩ নং এফিডেভিট বলে Shaktipada Manna S/o. Nandalal Manna ও Basanta Manna S/o. Nandalal Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৩/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ১০৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashim Ghosh (old name) S/o. Pradeep Kumar Ghosh R/o. Mira Exotica, Flat No. II, 3rd Floor, Talpukurdhar, Bagbazar, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Asheem Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Ashim Ghosh & Asheem Ghosh S/o. Pradeep Kumar Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৫৮ নং এফিডেভিট বলে Manoranjan Santra S/o. Badal Santra ও Monoranjan Santra S/o. B. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৮/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭ নং এফিডেভিট বলে Rajib Kumar Mitra S/o. Dilip Kumar Mitra ও Rajib Kr. Mitra S/o. D. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Tapan Ruidas S/o. Shukdeb Ruidas ও Tapan Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME
আমার নাম জয় প্রকাশ হাজরা (পিতার নাম জঙ্গলি হাজরা)। আমার সমস্ত সরকারি নথি যেমন হলফনামা, প্যান কার্ড, আধার কার্ডে জয় প্রকাশ হাজরা রয়েছে। জয় প্রকাশ হাজরা এবং জয় প্রকাশ দোসাদ একই ব্যক্তি। আদালতের নথিতেও অন্তর্ভুক্ত।

CHANGE OF NAME
I, Rupa Dutta, W/o Indrajit Dutta Residing at Flat No. 201, Block - A, Amar Basha - 1, 848 Jhilpar Road, Mahamayatala, Rajpur, Sonarpur (M), P.S.-Narendrapur, South 24 Parganas, Kolkata - 700103 West Bengal, shall henceforth be known as Rupa Dutta Nandi as declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore Court, South 24 Parganas, West Bengal vide Affidavit No. 7503, Dated : 22.02.2024. Rupa Dutta and Rupa Dutta Nandi both are same and identical person.

Change of Name
I, **GURDEEP SINGH SEKHON,** resident at Rabindrapally, Ward No.-2, P.O.: Inda, P.S.: Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, W.B Pin-721305 do hereby declare that I have changed my daughter's name from **GUREET KAUR SEKHON** to **GUREET KAUR** and henceforth She shall be known as **GUREET KAUR** in all purpose, vide affidavit No.– 570 sworn In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Medinipur on dated 07/02/2024. That **GUREET KAUR** & **GUREET KAUR SEKHON** both are same and one identical person.

নাম-পদবী
গত ২৮/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Kumar Basu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashok Kumar Basu ও A. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১০৫ নং এফিডেভিট বলে Sumit Kumar Paul ও Sunit Pal S/o. Asit Baran Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১০৬ নং এফিডেভিট বলে Pankaj Gupta ও Pankaj Kr. Gupta S/o. Dayanand Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৭/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeb Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bijay Krishna Paul ও Gopal Chandra Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২৮/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪৪৩ নং এফিডেভিট বলে Sajahan Mallik S/o. Abdal Shukur Mallik ও Sajan Malik S/o. Sukur Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২০/০৩/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ২৮০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Jarina Begam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Sk. Manjur Ali, Manjur Ali Sekh ও Sekh Badrul Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২০/০১/২১ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, কোর্টে ১৮৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Khondakar Fazlul Hoque ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Khondakar Rahibul Hoque ও Khondakar Rahibul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী
গত ০৪/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১০ নং এফিডেভিট বলে Abdul Riyazuddin Mallick S/o. Abdul Hannan Mallick ও Abdul Riyazuddin Mallik S/o. Abdul Hannan Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৮/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬০ নং এফিডেভিট বলে Mahadeb Das S/o. Nitai Das ও Mahadeb Nai S/o. Nitai Charan Nai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি
আমি ডলি সাহা, পিতা- শ্রী কান্তি কুমার কর সাং ব্যান্ডেল সুভাষ নগর, পোঃ-ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং-৭১২১২৩।
এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল-ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিল, কলিকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করেছি, উক্ত বিষয় কারোর কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তাহা কাউন্সিল অফিসে দাখিল করিবেন।

হারানো এবং প্রাপ্তি
আমরা, দেবযানী চ্যাটার্জি স্বামী ভেঙ্কট রাম সুব্রহ্মনিয়াম এবং ভেঙ্কট রাম সুব্রহ্মনিয়াম পিতা প্রয়াত ভি আর রামসুব্রহ্মনিয়াম স্বত্বাধিকারী ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য়তল, টাওয়ার-২, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি-ক্যাসকেড, কলকাতা : ৭০০১৬০। আমরা মূল মানি রিসিট নং ০০৩৮০৮ তাং ১৬/০২/২০০৯, ০০৩৮০৯ তাং ১৬/০২/২০০৯, ০০৪১১৬ তাং ১০/০৬/২০০৯, ০০৪১১৭ তাং ১০/০৬/২০০৯ বেঙ্গল ইউনিটেক ইউনিভার্সাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি কর্তৃক উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য ইস্যুকৃত হারিয়ে ফেলেছি। যদি কোনও ব্যক্তি উক্তগুলি পেয়ে থাকেন অনুগ্রহ করে ৯৮৩০০১৩৬৯৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

হারানো এবং প্রাপ্তি
আমরা, শ্রীমতি অমৃতা সেনগুপ্ত পিতা প্রয়াত অসীম সেনগুপ্ত এবং শ্রী সন্দীপ দত্ত পিতা শ্রী রবীন দত্ত-স্বত্বাধিকারী ফ্ল্যাট নং ৯০৪, টাওয়ার নং ৭, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি-ভিস্তাস,নিউটাউন এএ ৩, কলকাতা : ৭০০১৬০, আমরা উভয়ে শ্রী প্রদীপ দত্তর পাওয়ার অব অ্যাটর্নির প্রতিনিধি। আমরা সংশ্লিষ্ট মূল মানি রিসিট নং ০১৩২১৫, ০১৩২১৮, ০১৩২১৯, ০১৩২২১, ০১৩২৯৮, ০১৩৩৪১ যথাক্রমে তারিখ ২৭/০২/২০১৯, ২৮/০২/২০১৯, ২৮/০২/২০১৯, ০১/০৩/২০১৯, ১৭/০৬/২০১৯, ২৩/১২/২০১৯ অনুযায়ী বেঙ্গল ইউনিটেক ইউনিভার্সাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির জন্য ইস্যুকৃত হারিয়ে গেছে। যদি কোনও ব্যক্তি উক্তগুলি পেয়ে থাকেন অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ৯০৮৮০৩০৯০৭ নম্বরে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম কুমার প্রামানিক**, পিতা- মৃত দ্বিজরাম প্রামানিক, সাং ও পোঃ সাদিখান দিয়ার, থানা- জলঙ্গী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, অত্র জেলার অন্তর্গত বহরমপুর থানার চুঁয়াপুর সাকিমের অধুনামৃত মনোজ কুমার গোপের উত্তরাধিকারীগণ শেফালী গোপ (স্ত্রী), বিশ্বপ্রিয় গোপ (পুত্র) ও দেবপ্রিয় গোপ (পুত্র) শেলী গোপ ওরফে শেলী অধিকারী (কন্যা), কেয়া ঘোষ (কন্যা) নিকট হইতে তাহাদের সত্ত্ব দখলীয় অত্র জেলার অন্তর্গত ৮১নং চালতিয়া মৌজার খতিয়ান নং- ২৮, দাগ নং - ৪০ এর মধ্যে কম-বেশী ০৯ শতক জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। এই জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আমাকে বা আমার মক্কেলকে লিখিতভাবে জানাইবেন, নতুবা উক্ত সম্পত্তি নির্দায় হিসাবে আমার মক্কেল ক্রয় করিবেন। তৎপর কোন প্রকার দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

বিনীত
ইতি-দেবাশীষ চন্দ্র মজুমদার
অ্যাডভোকেট
লালবাগ, মুর্শিদাবাদ
মোঃ ৯৭৩২৫১৯৭৭৩

বিজ্ঞপ্তি
ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিষ্ট্রিক্ট জজ, হুগলী সদর
ম্যাট স্যুট নং ৩২৭/২০২০
দরখাস্তকারিনী - মৌসুমী পাল, স্বামী- মঙ্গল পাল, পিতা- অশোক সেন, বোড় থানা, পঞ্চাননতলা, জি.টি. রোড, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী- ৭১২১৩৬।
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী শ্রীমতী মৌসুমী পাল স্বামী- মঙ্গল পাল, পিতা- অশোক সেন, ঠিকানা- বোড় থানা, পঞ্চাননতলা, জি.টি. রোড, চন্দননগর, হুগলী। দরখাস্তকারিনী হুগলী জেলা আদালতে শ্রী মঙ্গল পাল, পিতা- ˚ জঙ্গলী পাল শঙ্কর বাটি, আমদাবাদ, (রবীনস্ প্লট) পোঃ খলিসানী, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী- এর বিরুদ্ধে আঃ সেঃ ১৩ (১এ) এবং (১বি) হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৯৫৫ অনুযায়ী একটি মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহার নম্বর- ৩২৭/২০২০। উক্ত মোকর্দ্দমায় রেসপনডেন্ট এর কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহামান্য আদালতে স্বয়ং অথবা আইনজীবির মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে একতরফা আদেশ কার্য্যকর হইবে। নিবেদন ইতি
দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
অশেষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
উকিল বাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট জেলা জজ আদালত, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা মার্চ। শুক্রবার ১৭ই ফাল্গুন। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরি বুধের মহাদশা । বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই

মেষ রাশি : শুভ দিন বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্য যারা করেন অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে গৃহ শিক্ষকদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা সমাজকর্মী তারাও সম্মান পাবেন গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নব বিষ্ণুদেব বলুন শুভ হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।

বৃষ রাশি : প্রবীণ নাগরিক যারা চিকিৎসাধীন ছিলেন, ব্যাধি আরোগ্য সম্ভাবনা আছে। পরিবারে গুপ্ত শত্রু থাকলেও মাথা ছাড়া দিতে পারবে না। বেতন বুক কর্ম যারা করেন তাদের সৌভাগ্য যোগ। যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা কর্ম প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করছো তাদেরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের প্রবীণ সদস্য দ্বারা শুভ ।বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিলুপ্ত দিন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন ধর্মবিষয়ে আলোচনা এবং ধার্মিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির দুইজন প্রবীণ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বেতনভোগ কর্ম যারা করছেন তাদের শুভ। পুলিশ প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের কাজ করেন তাদের জন্য শুভ হত। হলুদ তিলক।

কর্কট রাশি : সচেতন থাকতে হবে আজ। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন গুপ্ত বিষয়ে সম্মানহানি যোগ। পরিবারের কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। সতর্কতা শুভ। বান্ধবীর ছদ্মবেশে শত্রুর আগমন সতর্কতা। কিছুদিন আগেও পরিবারের যে বিষয় নিয়ে অশান্তি ছিল সেই বিষয়টা আমার মাথা চাড়া দিতে পারে বাড়িতে পারদ শিবলিঙ্গ স্থাপন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ঋণ বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তা মিটে যাবে। পরিবারের প্রবিন ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্তি আছে। যারা দূর ভ্রমণে যেতে চান তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ সময়। তবে ছলনাময়ী নারীর গুপ্ত চক্রান্ত থাকবে। পরিবারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগ্নির দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পেট নিম্নতল পেট লিভার স্টমাক এই পীড়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটি সাধারণভাবেই কাটবে, সন্তানের বিষয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও অশুভ ফল হবে না। প্রতিবেশীর সাথে নতুন করে সমঝোতা তৈরি হবে। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের সম্ভাবনা। আপনার মতামত কে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন সভা সমিতিতে আপনার ডাক পড়বে। সচেতন থাকতে হবে পারিবারিক কোনো অশান্তিকর বিষয়। আজ আত্মবিশ্বাস চূড়ান্ত থাকবে কর্মযোগ শুভ।

তুলা রাশি : চন্দ্রযোগ শুভ বৃহস্পতির যোগ ও শুভ যারা বেতনভোগ কর্ম করেন তাদের জন্য নতুন খবর আসতে পারে। যারা তরল পদার্থ জল কেমিক্যাল এর ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ বৃদ্ধি হবে। হোটেল রেস্তোরা বিজনেস করেন যারা তাদের জন্য শুভ। বাড়িতে পশু বিড়াল কুকুর থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নাগরিকের প্রতি যত্ন নিন আজ শ্রীবিষ্ণু দেবের চরণে তুলসীপত্র প্রদান করে বাড়ি থেকে বেড়ালে ভালো। অতি বিশ্বাস শুভ নয়। পরিবারের সকালবেলায় অশুভকাল। এমন কিছু সমস্যা সৃষ্টি হবে যা সহজেই মিটে ।যায় কিন্তু কথোপকথনের কালে সমস্যা বাড়তে থাকবে মায়ের মন্দিরে লাল জবা পুজো দিয়ে দিন শুরু করুন নিশ্চয়ই সুবক্তবৃদ্ধি হবে।

বৃশ্চিক রাশি : প্রবীণ নাগরিক কে নিয়ে দুশ্চিন্তা। রোগ ব্যাধি লেগে থাকবে। পরিবারে দুইজন বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা। এক চিকিৎসকের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। যারা এনজিওতে কাজ করেন তাদের সৌভাগ্যবৃদ্ধি। বিশেষজ্ঞ যারা মিডিয়ায় কাজ করেন। পাবলিকেশনে কাজ করেন তাদেরও সৌভাগ্যবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়িতে পঞ্চ প্রদীপ জ্বালানো শুভ হবে।

ধনু রাশি : শুভ সময় পরিবারের শান্তির বাতাবরণ নতুন কিছু ক্রয়ের আনন্দ থাকবে। বিশেষত ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী কেনা হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের ছোট ভ্রমণ সম্ভব। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চবিদ্যার জন্য পড়াশোনা করেন তাদের জন্য আরও শুভ কর্মপ্রার্থীরা চেষ্টা করুন আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। মাছ রঙিন জল তরল পদার্থের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য শুভ। তবে বাড়িতে নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে। আজ নারকেলসহ সর্বদেবতার পুজো দিন শুভ হবে ।

মকর রাশি : আজ আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ এর মধ্য দিয়ে কাটবে প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। বিবাহের বিষয়ে আরো শুভ। প্রেমিক-প্রেমিকা বিবাহের দিন স্থির করতে পারেন। তবে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকছে সতর্ক হয়ে চলতে হবে আজ ভগবান শ্রী গনেশের উদ্দেশ্যে দুর্বার মালা প্রদান করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভবৃদ্ধি হবে ।অফিসে বা কর্মস্থানে ইমিডিয়েট বসের থেকে সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুপুরের পর হাইপ্রোফাইল কোন ব্যক্তির সাথে পরিচয়। সুযোগ বৃদ্ধি হবে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা। হালকা খাওয়া-দাওয়া করা ভালো শরীরের দিকে যত্ন নেওয়া ভালো লিভার স্টমাক বা প্যানক্রিয়াসের অবস্থা আজ ঠিক নাও থাকতে পারে।

মীন রাশি : দিনটি শুভ অশুভ মিশ্রিত দিন। শরীর খুব ভালো থাকবে না। প্রবীন নাগরিকদের নিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।বিশেষত যারা কর্মপ্রার্থী যারা কর্মে চেষ্টা করছেন তারা ধৈর্য ধরুন তাদের ধৈর্য ধরতে হবে গৃহবধূদের জন্য সমস্যা তৈরি হবে। তবে শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় সমস্যা মিটে যাবে। তার উদ্দেশ্যে ধ্যানে মন নিয়োগ করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজ ৭২০০ কোটি টাকা মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ দু-দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন ঝাড়খণ্ডের সিন্দ্রি থেকে ধানবাদ হয়ে হেলিকপ্টারে তিনি হুগলির আরামবাগে পৌঁছবেন। সেখানে রেল, বন্দর, তেল পাইপলাইন, এলপিজি সরবরাহ, জল শোধন-সহ মোট ৭২০০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে ২,৭৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৫১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়ান অয়েলের হলদিয়া-বারাউনি অশোধিত তেল পাইপলাইনের উদ্বোধন অন্যতম। এই পাইপলাইনটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে যাবে। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে বারাউনি, বঙ্গাইগাঁও এবং গুয়াহাটি শোধনাগারে অশোধিত তেল সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন। প্রধানমন্ত্রী ২,৬৮০ কোটি টাকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, ঝাড়গ্রাম, সালগাঝারি (৯০ কিমি)-র মধ্যে সংযোগকারী তৃতীয় রেললাইন, ডানকুনি , ভট্টনগর , বাল্টিকুরিতে (৯ কিমি) ডবল রেললাইন, সন্ডালিয়া , চাঁপাপুকুর (২৪ কিমি) ডবল রেললাইনের সূচনা। খড়গপুরের বিদ্যাসাগর শিল্প পার্কে ইন্ডিয়ান অয়েলের ১২০ টিএমপিপিএ ধারণ ক্ষমতার এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট হতে চলেছে। এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ১৪.৫ লক্ষ গ্রাহককে এলপিজি সরবরাহ করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থানুকুল্যে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জল শোধনের সঙ্গে যুক্ত তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপরে আরামবাগে এক রাজনৈতিক জনসভাতেও বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠান শেষে হেলিকপ্টারে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। কাল কলকাতা রাজভবনেই রাত্রিবাস করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। পরের দিন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। কৃষ্ণনগরের সভা শেষে হেলিকপ্টারে পানাগড় বিমানবন্দর গিয়ে সেখান থেকেই বিহারের গয়ার উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী।

চার্নক হাসপাতালের উদ্যোগে লোহিয়া মাতৃ সেবাসদন হবে সুপার স্পেশালিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একসময়ের বিখ্যাত হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিক লোহিয়া মাতৃ সেবাসদনকে মাল্টি সেপশ্যালিটি হাসাপাতালে পরিণত করার উদ্যোগে এগিয়ে এল চার্ণক হাসপাতাল। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী হাসপাতাল ভবনটি বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। চার্নক হসপিটাল এই সম্পত্তিটি ইজারা নিতে চলেছে এবং এটিকে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার নামকরণ করা হবে চার্নক লোহিয়া হসপিটাল। নতুন এই হাসপাতালে থাকবে ২০০ শয্যার ব্যবস্থা। এখানে মিলবে স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবাও, এমনটাই জানিয়েছেন চার্ণক হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আশা করা যাচ্ছে ২০২৫-এর মাঝামাঝি থেকে শুরু হবে এই পরিষেবা।

পশুপালন ও মৎস্য বিষয়ক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বণিকসভা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ২০২৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এমসিসিআই-র পশুপালন ও মৎস্য বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল 'লাইভস্টক'- এবিগ পোটেনশিয়াল ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ইনকাম জেনারেশন অর্থাৎ কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টির এক বড় সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, তাঁর বিভাগ বেসরকারি পোল্ট্রি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সহযোগিতা কামনা করছে এবং ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে হাঁস-মুরগি পালনে স্বনির্ভরতা আশা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য, মৎস্য, জলজ সম্পদ ও মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, সম্প্রতি এই বিভাগ ৪০,০০০ যুবককে মৎস্য পেশায় প্রশিক্ষিত করেছে। মৎস্য গবেষণা ও প্রজননের জন্য বিভাগ পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেছে। এই গবেষণাগারে মাটি এবং জল পরীক্ষা করার ক্ষমতা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদন মোহন মাইতি এবং কে এন সি অ্যাগ্রো লিমিটেডের এমডি মীর মামরেজ আলি এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে ভবিষ্যতের গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ: শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ব বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ভবিষ্যতের গন্তব্য' হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ উঠে এসেছে ৮.৪ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে। যা গত আর্থিক বছরে জাতীয় গড় ৭.২ শতাংশকে ছাপিয়ে গেছে। সিআইআই-এর সম্মেলনে বৃহস্পতিবার এমনটাই জানান পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। একইসঙ্গে তিনি জানান, এ ব্যাপারে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে প্রস্তুত, উদ্ভাবন, অবকাঠামো, বিনিয়োগ, এবং রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্তির ওপর। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের তথা মহিলা ও শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করে তাঁর ভাষণের সূচনা করেন। এদিন তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান যে এটি বর্তমানে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির অবস্থানে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে এটি বর্তমানে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির অবস্থান ধরে রেখেছে। সঙ্গে এও আশা প্রকাশ করেন যে, ২০২৪-২৫-এ পশ্চিমবঙ্গের গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৫ শতাংশ বৃদ্ধির হার আশা করছে। সঙ্গে এও জানান, রাজ্যের উৎপাদন খাত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জাতীয় গড় ৫ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোশনি সেন আরও বেশি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের প্রয়াসের কথা তুলে ধরেন। গত ২০২৩ সালের রফতানি উন্নয়ন নীতির তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করে প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা রপ্তানি ও আমদানি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় বুধিয়া জানান, 'আগামী পাঁচ বছরে রাজ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গত নভেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন রপ্তানি উন্নয়ন নীতি ২০২৩ এবং লজিস্টিক পলিসি, ২০২৩-এর সূচনা করেন। যার ফলে তা আরও বেশি কর্যকর হবে।'

ইস্তফা দিতে চেয়ে চিঠি দিলেন নৈহাটির তৃণমূল কাউন্সিলর সোনালি নন্দী চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লোকসভা নির্বাচনের মুখে কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়ে চিঠি দিলেন নৈহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সোনালী নন্দী চক্রবর্তী। যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। সূত্র বলছে, পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সোনালী দেবী তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। যদিও সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। তবে এই বিষয়ে পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সাফাই, পদত্যাগের কোনও চিঠি তিনি পাননি। সাপ না ব্যাঙ তিনি কিছুই বলবেন না। যদিও সাংবাদিকদের কাছে কাউন্সিলর সোনালী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, 'আমি পদত্যাগ করেছি কিংবা পদত্যাগ করতে চাইছি। পদত্যাগ করলেও দলের সঙ্গে আছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ মেনেই চলবো। কিন্তু পদে থাকতে চাই না।' সোনালীর কথায়, তাঁর সিদ্ধান্তের কথা স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে আবশ্যই জানাবেন। উনি নিশ্চয়ই তাঁর পাশে থাকবেন। যদিও পদত্যাগের কারণ নিয়ে এই মুহূর্তে তিনি কিছুই বলতে চাইছেন না। সোনালী বলেন, দলের প্রতি তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই। তবে এই মুহূর্তে তিনি পদে থাকতে চাইছেন না। পদের বাইরে থেকে তিনি মানুষের সেবা করতে চান। সূত্র বলছে, কাউন্সিলর সোনালীর সঙ্গে ওই ওয়ার্ডের কয়েকজন দলীয় কর্মীর কোনও বিষয়ে কাজিয়া চলছে। হয়তো তাঁকে কাজে বাধা পেতেও হচ্ছে। তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অনুমতি নেই, বিঘ্নিত হচ্ছে মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাম্প্রতিক সময়ে মেট্রো রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ গতি পেয়েছে। এদিকে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে ভারত সরকার রেকর্ড পরিমাণ তহবিল সরবরাহ করছে। তবে এর মাঝেও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের কাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। যেমন কৈখালি ক্রসিং-এর কাছে পিয়ার নম্বর ৮৪৬-এর কাছে জয় হিন্দ এবং ভিআইপি রোড স্টেশনের মধ্যে ৩০০ মিটার এলাকা ব্যারিকেড করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুমতি মিলতে দেরি হওয়ায় কাজে বিলম্ব হচ্ছে।গত ২৪ মে থেকে ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকে ব্যারিকেড দেওয়ার অনুমতি মেলেনি। প্রসঙ্গত, গত ২৩ মে পূর্ত বিভাগ এই কাজের জন্য এনওসি প্রদান করলেও একাধিক বৈঠক হয় আরভিএনএলের সঙ্গে। এরপরও ট্রাফিক বিভাগ এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয়নি। ফলে, এই প্রকল্পের মেট্রোর কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, ভিআইপি রোড স্টেশন সাইটে উভয়দিকে কলাম নির্মাণের জন্য ট্র্যাফিক অনুমতি প্রয়োজন। এদিকে আরভিএনএল-এর তরফ থেকে জানানো হচ্ছে ট্রাফিক বিভাগের অনুমতি মিললে ৯ থেকে ১০ মাসের মধ্যে এই দুটি জায়গায় কনকোর্স স্লাব তারা তৈরি করে ফেলবে।

ফর্ম ৪

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

১.	প্রকাশস্থান	:	১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৬ (এস), কলকাতা ৭০০০০১
২.	প্রকাশকাল	:	দৈনিক
৩.	মুদ্রক	:	শ্রী কৃষ্ণানন্দ সিং
	নাগরিকত্ব	:	ভারতীয়
	ঠিকানা	:	অরবিন্দ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪
৫.	সম্পাদক	:	শ্রী সন্তোষ কুমার সিং
	নাগরিকত্ব	:	ভারতীয়
	ঠিকানা	:	এইচ নং. ৩, বি এল. নং.১৮ মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা জগদ্দল, জেলা ২৪ পরগনা (নর্থ) পিন ৭৪৩১২৫
৬.	যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা		ক) শ্রীমতী সুধা সিং, অরবিন্দ টাওয়ার ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪ খ) শ্রী কৃষ্ণানন্দ সিং, অরবিন্দ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৯/৬, ২৪২/১বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪ গ) শ্রী সন্তোষ কুমার সিং, এইচ নং. ৩, বি এল. নং.১৮ মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা: জগদ্দল, জেলা: ২৪ পরগনা (নর্থ) পিন ৭৪৩১২৫

আমি, কৃষ্ণানন্দ সিং এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্থান কলকাতা
তারিখ ০১/০৩/২০২১

স্বা/-
কৃষ্ণানন্দ সিং
প্রকাশক

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ মার্চ ২০২৪ ১৭ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার

নির্বিঘ্নে শেষ উচ্চ মাধ্যমিক

২০২৫-এ পরীক্ষা শুরু ৩ মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার শেষ হল চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানান, আগামী বছর ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবে ১৮ মার্চ।

পরীক্ষা বাতিলের সংখ্যায় মাধ্যমিককেও ছাপিয়ে গেল এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। বুধবার পর্যন্ত ৩৯ জন এর পরীক্ষা বাতিল করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। যদিও পরীক্ষা বাতিলের সংখ্যা উচ্চমাধ্যমিকে এখনও পর্যন্ত বেশি হলেও প্রশ্নপত্র অবশ্যই সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল হওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই দাবি সংসদের।

কপির সঙ্গে ছবি নেবে। মেয়েরা সেলফি তুলছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে আনন্দ করছে পরীক্ষার্থীরা। ছবি: অদিতি সাহা

পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার ঘরে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগ এই ৩৯ জনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলেই দাবি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের। মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল এর অভিযোগে ৩৬ জনের পরীক্ষা বাতিল করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে কিউআর কোডের মাধ্যমে এই ৩৬ জন পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা বাতিলের কারণ ভিন্ন হলেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অবশ্য মাধ্যমিকের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে গেছে। যা নিয়ে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অন্দরেও চলছে বিস্তর আলোচনা। এই প্রথম নজিরবিহীন ভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এত সংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হল। যা আগামী দিনে দৃষ্টান্ত হতে পারে বলেই মনে করছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা।

এবারে পরীক্ষা শুরুর আগে থেকেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বারবারই দাবি জানিয়েছে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষার্থী ধরা পড়লেই বা প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল এর মতো ঘটনা ঘটলেই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী এও জানান, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক চলাকালীন মেটাল ডিক্টেটর ও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর ব্যবহার করেছে সংসদ। তবে তারপরও ৪১ জনকে ধরা হয়েছে। ব্রাত্য বলেন, 'যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে, খুব সাবধানে সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রশাসন তদন্ত চালাচ্ছে। দোষীদের চিহ্নিত করতে গিয়ে যেন একটাও হিউম্যান এরর না থাকে, সেটা দেখা হচ্ছে।'

এদিকে এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার পরীক্ষা ভালভাবেই মিটেছে। এবার ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সদ্য মা হয়েছেন এমন ৬ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। একইসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী এদিন এও জানান, এবার ৪ পরীক্ষার্থী দুর্ঘটনা বা অন্য কারণে মারা গিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ২ জন মুর্শিদাবাদের, ১ জন পূর্ব বর্ধমান ও ১ জন আলিপুরদুয়ারের পরীক্ষার্থী।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী তুলে ধরেন পরীক্ষার আগে এবং পরীক্ষার মধ্যেও বেশ কিছু অসাধু চক্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো প্রশ্ন ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকেও। পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত ও সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে এটা করা বলে মত ব্রাত্য বসুর। এই ঘটনায় সংসদ ও সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম এই ধরনের ভুয়ো চক্রের এক পাণ্ডাকে গ্রেপ্তারও করেছে বলে জানান তিনি।

'হাত' ছেড়ে 'পদ্ম'-ই বাছলেন কৌস্তভ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিজেপিতে যোগ দিলেন কৌস্তভ বাগচী। বুধবার কংগ্রেস ছাড়তেই এ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। তখন আইনজীবী জানিয়েছিলেন, পরবর্তী পদক্ষেপ জানতে অপেক্ষা করতে হবে। তারপরেই বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দিলেন বিজেপি-তে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে হাতে তুলে নিলেন পদ্ম-পতাকা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। শুভেন্দু এবং সুকান্তই কৌস্তভকে স্বাগত জানান দলে।

প্রসঙ্গত, বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে ই-মেল মারফত ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে কংগ্রেস ছাড়েন কংগ্রেস নেতা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। দল ছাড়ার পরেই কৌস্তভ জানিয়ে দেন, ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করবেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। তখনও অবশ্য তিনি স্পষ্ট করেননি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন।

বলেছিলেন, 'কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাঁর পরবর্তী গন্তব্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।' কৌস্তভের দাবি, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি শক্তপোক্ত একটা প্ল্যাটফর্ম বেছে নিয়েছেন। কৌস্তভের কথায়, রাজ্যে ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রাজ্যের এই শাসককে উৎখাত করা সবার প্রাইমারি অ্যাজেন্ডা হওয়া উচিত। এখানে কোনও রঙ, মত কোনও কিছুর ছুতমার্গ থাকা উচিত নয়।

বিজেপি তৃণমূলের সেটিং তত্ত্ব খারিজ করে কৌস্তভ বলেন, শাসকের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে বঙ্গ বিজেপি। দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জোরদার লড়াই করছেন। এদিন শেখ শাহজাহান ইস্যুতেও মুখ খোলেন সদ্য কৌস্তভ বাগচী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য পুলিশের তদন্তের আওতায় থাকলে শাহজাহান শেখের কোনও দোষ প্রমাণিত হবে না। নিরপেক্ষ তদন্ত রাজ্য পুলিশকে দিয়ে সম্ভব নয়।

সাংবাদিক বৈঠক করার বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন। কৌস্তভের প্রশংসা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'গত দু'আড়াই বছরে জ্বলন্ত ইস্যুগুলির ক্ষেত্রে, দলের বাইরে গিয়ে, বাংলার মানুষের আবেগকে মর্যাদা দিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়েছেন। সশরীরে বিভিন্ন এলাকাতেও গিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে, অনেক আইনি লড়াইও করতে হয় তাঁকে। মোদিজি-কে ৪০০-র বেশি আসন দিয়ে তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী করব আমরা। গৃহমন্ত্রী যে ৩৫ আসনের লক্ষ্য দিয়েছেন বাংলা থেকে, বাংলার একটা বড় অবদান থাকবে।' দল বদলরে কারণ প্রসঙ্গে একটি সংবাদ মাধ্যমকে কৌস্তভ জানান, অনেক দিন ধরেই দলে কিছু জিনিস ঠিক চলছিল না। বার বার সেগুলি তুলে ধরলেও লাভ হয়নি। ২০১৪ সাল থেকে একের পর এক শোচনীয় পরাজয় হয়েছে কংগ্রেসের। এবার হ্যাট্রিক হতে চলেছে।

বাস বাতিলের সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি

মার্চে টানা ৩ দিন বাস না চালানোর সিদ্ধান্ত বেসরকারি বাস মালিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরনো বাস বাতিলের সময়সীমা আরও কিছুটা বাড়ানো হোক। আর্জি রেখেছিলেন বেসরকারি বাস মালিকরা। তবে সেই আর্জি মানা না হলে, পরিষেবা বন্ধ করার পথে হাঁটবেন বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরেই পরিবণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর র সঙ্গে দেখা করেন পাঁচটি সংগঠনের কর্তারা। পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কাছে ডেপুটেশনও দেন তাঁরা। বেসরকারি বাস মালিকদের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, মার্চে পর পর তিন দিন বাস ধর্মঘটের পথে যাচ্ছেন তাঁরা। মূলত ১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয় বেসরকারি পাঁচটি বাস সংগঠনের তরফ থেকে। কারণ, শহর ও শহরতলিতে দূষণ কমাতে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের তরফে ১৫ বছরের পুরনো গাড়ির বাতিলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যাক বেসরকারি বাসের বয়স ১৫ বছর হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বাতিল হবে একটা বড় অংশের বেসরকারি বাস। তা আটকাতেই পথে নেমেছেন পরিবহণ মালিকরা।

এদিন পরিবণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর র সঙ্গে দেখা করেন পাঁচটি সংগঠনের কর্তারা। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট, বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট, ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস অ্যান্ড মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, মিনিবাস অপারেটর্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি আর ইস্টার ইনট্রা রিজিয়ন বাস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এদিন তাদেপ দাবি সনদ পরিবহণ মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মূলত ১৫ বছরের বেসরকারি বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়। এই প্রসঙ্গেই তাঁরা সামনে এনেছেন করোনা কালের কথাও। কারণ, এই সময়ে পথে সে ভাবে বাস বের করা হয়নি। ফলে স্বাভাবিক ভাবে কোনও একটি যানের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের যে আয়ু ধরা হয় তাতে এখনও বেহাল হয়ে পড়েনি এই বাসগুলো। পাশাপাশি তাঁরা এও জানাচ্ছেন, এই করোনাকালে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলোর ব্যবসা বলতে কিছুই হয়নি। ফলে বেশ কিছুটা আর্থিক লোকসানের পথেই হেঁটেছে বঙ্গের বেসরকারি বাস ব্যবসা। তারই জেরে এই মুহূর্তে নতুন কোনও বাস পথে নামানোর জন্য যে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা দরকার তা নেই এই বাস মালিকদের। বাস মালিকদের এই আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা ভেবেও বাস বাতিলের এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা উচিত বলে মনে করছেন বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকেরা। সঙ্গে তাঁরা এও জানিয়েছেন, এই আর্থিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য তাঁদের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার আর্জি জানানো হয়েছিল। সেখানে আর্থিক সহায়তা তো 'দূর-অস্ত', এমনকী ব্যাঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রেও বিশেষ কোনও সহায়তার রাস্তা দেখানো হয়নি কোনও সরকারের তরফ থেকেই।

সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের জামিন মঞ্জুর হাইকোর্টে

মঙ্গলবার মিলেছিল অন্তবর্তী জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী জামিন মিলেছিল। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে পুরোপুরি জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্টে। এদিকে, সন্দেশখালিতে অশান্তির সূত্রপাত যাকে ঘিরে সেই শাহজাহান শেখ গ্রেপ্তার হয়েছে। বৃহস্পতিবার ন্যাজাটে নিরাপদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় সিপিএমের তরফে। একই সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন বিধায়ক।

মঙ্গলবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ নিরাপদকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়ে জানিয়েছিল, ওই দিনই তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে। তা না দিলে আদালত অবমাননার শামিল হবে। মঙ্গলবার রাতেই নিরাপদকে জেল থেকে ছাড়া হয়। বৃহস্পতিবার তিনি পুরোপুরি জামিন পেলেন।

সন্দেশখালিতে গন্ডগোলের জেরে গত ১১ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় সেখানকার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক নিরাপদকে। আদালত সূত্রে খবর, তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ (শিবু) হাজরার ঘনিষ্ঠ ভানু মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি নিরাপদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারপরেই নিরাপদের পরিবার জামিনের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। মঙ্গলবার সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল, 'এটা আদালতের কাছে আশ্চর্যজনক যে, একটা অভিযোগের ভিত্তিতে এক জন নাগরিককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ! যদি একটা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করে তা হলে সেই একই প্রক্রিয়ায় পুলিশকে কেন গ্রেপ্তার করা হবে না?' তার পরেই আদালত প্রশ্ন তোলে, 'এত দিন যে এক জন নাগরিককে গ্রেফতার করে রাখা হল, তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?'

ওই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ ১০ হাজার টাকা বন্ডের বিনিময়ে নিরাপদের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে।

সকালে ফাঁকা বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফাঁকা বাড়িতে চুরি। বৃহস্পতিবার সকালে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বাড়ির কর্তা। ফিরে দেখেন ঘর লন্ডভন্ড। আলমারি ভেঙে সোনা, নগদ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে কেউ। ঘটনাটি ঘোলা থানার আগরপাড়া লিচুবাগান এলাকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে থাকেন শ্যামল দত্ত। যদিও এদিন তার স্ত্রী এবং ছেলে বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে একাই ছিলেন শ্যামল বাবু। এদিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ির দরজা বন্ধ করে পুজোর জন্য বাড়ির কাছেই একটি বাজারে ফুল আনতে গিয়েছিলেন শ্যামল বাবু। বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এরপর পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখেন সেই দরজা ভাঙা। ঘরের মধ্যে থাকা দুটি আলমারিও ভাঙা। ঘরে জিনিসপত্র সব লন্ডভন্ড । শ্যামল দত্ত জানান, আলমারিতে থাকা নগদ প্রায় ১০ হাজার টাকা, সোনা ও রুপোর গয়না, দু'টি দামি ঘড়ি নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। খবর পেয়ে ঘোলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। সাত সকালে চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করা ঠিক নয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত রাখা উচিত। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করা ঠিক নয়।' বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার মানিকপীরে শিবা জ্যোতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা ক্লাব সংগঠন যদি সেবামূলক কাজ করে থাকে। তাহলে সেটা খুব ভালো উদ্যোগ।' সাংসদের আক্ষেপ, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে যারা সেবার নামে মানুষকে শোষণ করে। কিন্তু অসহায় মানুষজনকে কখনই শোষণ করা উচিত নয়। সাংসদ ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ-সহ শিবা জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ।

প্রদর্শনীতে যামিনী রায়ের 'নকল' ছবি, শেক্সপিয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ে আঁকা ছবি নিয়ে জালিয়াতি! সেই 'নকল' ছবি আবার প্রদর্শিত হচ্ছে?

প্রদর্শনী শেষ হলেও যামিনী রায়ের ছবি বিতর্কের শেষ দেখতে চাইছেন অন্য শিল্পীরা। দক্ষিণ কলকাতার মিডলটন আর্ট গ্যালারিতে পদ্মভূষণ যামিনী রায়ের চল্লিশ ছবির প্রদর্শনী নিয়ে এবার অভিযোগ দায়ের হল থানায়। বুধবার শেক্সপিয়ার সরণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছত্রপতি দত্ত। শিল্পী অর্চি রায়, সৌমিক চক্রবর্তী, অঞ্জন সেন, পার্থপ্রতিম রায়, সপ্তর্ষী ঘোষ, তিমির ব্রহ্মরাও সই করেছেন সেই অভিযোগ পত্রে।

দক্ষিণ কলকাতার ১১ মিডিলটন রো-এর নিউ এশিয়াটিক ম্যানসনের সুইট নম্বর ৮ এ মিডলটন আর্ট গ্যালারিতে ১২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ হয় শিল্পীদের। বেশ কিছু ছবির শৈলী, আকার, রং, কিছু কিছু ছবিতে এই সব বিষয়গুলি শিল্পীদের মনে সন্দেহ তৈরি করে। খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের পর শিল্পীদের কারও কারও ধারণা হয় তা নকল। যামিনী রায়ের ছবির অনুকরণে অন্য কারও আঁকা।

শিল্পীরা বলছেন, এই ছবিগুলোয় তেমন শেডলাইনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এই ছবিগুলোয় শেডলাইনগুলো অদ্ভুতভাবে ঘন। যা মনের মধ্যে সংশয়ের জন্ম দেয়। যেখানে প্রদর্শনী চলছিল তা শেক্সপিয়ার থানার অর্ন্তগত। পুলিশের কাছে অভিযোগ পত্রে শিল্পীরা লিখেছেন, এই থানার অর্ন্তভুক্ত এই প্রদর্শনী ঘিরে শিল্প গবেষক এবং শিল্পীদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ১৯৭২ সালের ন্যাশনাল আর্ট ট্রেজার অ্যাক্টের অধীনে শিল্পী যামিনী রায় দেশের একজন (নয়জন জাতীয় শিল্পীর মধ্যে) জাতীয় শিল্পী। তাঁর তৈরি করা শিল্পগুলি জাতীয় সম্পদ। জাতীয় শিল্পীর যেকোনও ধরনের অবমাননা আমাদের জাতীয় লজ্জা। ভারতের নাগরিক হিসেবে এই চিত্র প্রদর্শনীটি সমন্ধে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

সূত্রের খবর, অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাঙালি জাতীয়বাদী সংগঠন জাতীয় বাংলা পরিষদ। সংগঠনের সভাপতি ডা. অরিন্দম বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'শুনেছি কমলকুমার নরোত্তমদাস পারেখ নামে এক অবাঙালি এই সমস্ত ছবির মালিক। বাঙালি শিল্পীর প্রচারে-প্রসারে অবাঙালিরা এগিয়ে আসলে তাঁকে স্বাগত জানাব। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলার সংস্কৃতিকে টাকার জোরে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে বহিরাগতরা। অর্থের সঙ্গে সংস্কৃতিকে গুলিয়ে দিতে চাইছেন কেউ কেউ।'

সপ্তাহ শেষে ফের বদল আবহাওয়ার বৃষ্টির পূর্বাভাস কয়েকটি জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে সপ্তাহ শেষেই ফের পাল্টাতে চলেছে আবহাওয়া। সাময়িক বিরতির পর ফের ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা কলকাতা-সহ জেলায় জেলায়। এদিকে বৃহস্পতিবার থেকেই তাপমাত্রা বাড়বে এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে আংশিক মেঘলা আকাশের পরিবর্তে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। দিন দুয়েক আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে জেলাগুলিতে। শনিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। তবে শনিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। ফের বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। রবি ও সোমবার মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। তার মধ্যে থাকছে মেদিনীপুর, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ।

দক্ষিণবঙ্গ আগামী কয়েকদিনে ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। পরিষ্কার আকাশ থাকায় দিন ও রাতের তাপমাত্রায় বাড়বে। কলকাতাতেও ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। দিন ও রাতের তাপমাত্রা রবিবার পর্যন্ত বাড়বে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে যেতে পারে কলকাতায়।

ফেব্রুয়ারিতেই গরমের দাপটে ছাতা মাথায় দিতে হচ্ছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বুধবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৬ থেকে ৮৯ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২১ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার থেকে মেঘলা আকাশের সঙ্গে বৃষ্টি চলতে পারে মঙ্গল বুধবার পর্যন্ত। রবিবার ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা একাধিক জেলায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। কোথাও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার কোথাও বা ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে, এমনটাই জানাচ্ছে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস।

সম্পাদকীয়

সব পেশাই কি ভবিষ্যতে হবে শুধু ধনীদের জন্য?

মধ্যবিত্ত সম্পর্কে এই সরকারের মনোভাব একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। সরকারের সর্বোচ্চ কর্তা বুঝিয়ে দিলেন, মধ্যবিত্তের ভূমিকা এখন থেকে কেবলই একতরফা দাতার। দেশগঠন এবং সরকার পরিচালনায় যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন সেটা মধ্যবিত্ত একতরফা জুগিয়ে যাবে আয়কর, জিএসটি এবং আরও একাধিক কর, সেস ও ফি মারফত। অর্থনীতির বিরাট চালিকা হল শক্তি ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা। সেখানে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণই সর্বোচ্চ। এই শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে বেশি বাড়ি নির্মাণ করে এবং ফ্ল্যাট ক্রেতার সংখ্যায়ও তারা সর্বাধিক। অভ্যন্তরীণ পর্যটন এবং বিনোদন শিল্পেরও প্রধান ভরসা তারা। বস্তুত মধ্যবিত্তের সক্রিয় ভূমিকাতেই কৃষি থেকে ব্যাঙ্ক, বিমা, ও পরিবহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি চাঙ্গা থাকে। তাদের ধারাবাহিক কন্ট্রিবিউশনেই উন্নত হচ্ছে পরিকাঠামো। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ মূলত চাকরিজীবী, পেশাজীবী এবং ছোট ও মাঝারি মাপের ব্যবসায়ী। ফলে তাঁদের কারও পক্ষেই আয়কর, জিএসটি ও অন্যান্য কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। সৎ ও দায়বদ্ধ নাগরিক হিসেবে বেশিরভাগ মানুষ দেশকে ঠকাতেও চান না। আয়কর দাতার সংখ্যা প্রতি বছর ব্যাপক হারে বাড়ছে। তাঁদের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নাগরিক। আয়কর দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি সরকারের পরিকল্পনার অঙ্গ। অতএব, মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে সরকারের আগামী দিনের প্রত্যাশাও গোপন নেই। কিন্তু 'গৌরী সেন' তুল্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি লাগাতার এই অর্থ জোগাবে কোন জাদুতে? তাকে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। সুস্থ থাকতে হবে। ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ জরুরি। কিন্তু সব জিনিসই যে অগ্নিমূল্য! বিশেষ করে পুষ্টিগুণ বিচার করে খাবার কেনার সুযোগ কোথায়? মধ্যবিত্ত দিনান্তে 'গর্ত' বোজানোর মতো করেই খাবার খেতে বাধ্য হচ্ছে। যেকোনও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। নির্মলা সীতারামন সদ্য যে বাজেট পেশ করেছেন তাতেও এই দুটি খাত ভীষণ অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে ভারত সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করে তা মধ্য আয়ের দেশগুলির চেয়েও অনেক কম। মোদি সরকারের তৈরি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ। এখনও লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকও ছুঁতে পারেনি কেন্দ্রীয় বাজেট। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, চলতি অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের চেয়েও ৭ শতাংশ কম ধরা হয়েছে আগামী বছরের শিক্ষায়। উচ্চশিক্ষা এবং ইউজিসির জন্য বরাদ্দও কমেছে। এর দ্বারা সরকারের অভিমুখ স্পষ্ট। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বাণিজ্যকরণেই বদ্ধপরিকর তারা। এই বাণিজ্যে ক্রেতা বা উপভোক্তার ভূমিকায় মধ্যবিত্ত কতটা থাকতে পারবে? দুর্বল স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ঘাটতি নিয়ে মধ্যবিত্তের সন্তানরা কোন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন? আসলে চাকরি, ব্যবসা, উল্লেখযোগ্য পেশা প্রভৃতি সবই নীরবে ধনিক শ্রেণির তাঁবে নিয়ে যাওয়ার সাধনায় মগ্ন মোদি সরকার।

নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পর্বে
হিন্দু সমাজে উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ

ড. বিমলকুমার শীট

সময় যতই গড়াল ততই মনে হল স্বাধীনতা আর বেশি দূরে নেই। দেশের নানা স্থানে নানান সমস্যা দেখা দিল। পাঞ্জাবে এক রকম তো বাংলায় একরকম। ভারতের অন্যত্র আর এক রকম। বাংলায় হিন্দুদের পক্ষে, চল্লিশের দশক এক নরকের চেহারা নিয়ে এল। দেশভাগ বাদ দিলেও এই দশকে বাংলার উপর দিয়ে যে তিন দুঃস্বপ্নের মধ্যে নোয়াখালির দাঙ্গা (প্রথমটি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ২য় কলকাতার দাঙ্গা, ১৯৪৬) অন্যতম। কেউ কেউ একে দাঙ্গা না বলে গণহত্যা ও গণপাশবিকতা বলে অভিহিত করে থাকেন। এটি ছিল সংখ্যালঘু হিন্দুর উপর সংখ্যাগুরু মুসলমানের অবর্ণনীয় অত্যাচার। সময় অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৪৬। উঠে এল সংবাদ শিরনামায়। এখানে আগমন ঘটল গান্ধীজির। কিন্তু এই পর্বে হিন্দুর জীবন প্রাণরক্ষার মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও দেখা দিল হিন্দু সমাজে উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ। যে কজন বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে স্বতঃফূর্ত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে বিভাজন। এর চেয়ে আর দুর্ভাগ্য জনক ঘটনা কি হতে পারে।

ব্রিটিশ আমলে নোয়াখালি জেলা (বর্তমানে নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় বিভক্ত) মেঘনার বামতীরে অবস্থিত। জেলার অন্তর্গত দুটি বিশাল দ্বীপ হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। ব্রিটিশ আমলের নোয়াখালি পৌঁছতে হলে শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ আসতে হত। সেখান থেকে স্টীমারে চাঁদপুর, সেখান থেকে পুনরায় ট্রেনে লাকসান জংশন হয়ে নোয়াখালি জেলায় প্রবেশ। গ্রামে যেতে হলে বাহন ছিল গোরুরগাড়ি আর না হলে নৌকা। ব্রিটিশ আমলে নোয়াখালি জেলায় বৃহদাংশ প্রায় ৮০ শতাংশ মুসলমান। সে আমলে কুড়ি শতাংশ হিন্দু অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। মুসলিমরা প্রায় সবাই চাষী, হিন্দুদের মধ্যে বড় জমিদার থেকে স্কুলমাস্টার, উকিল, দোকানদার, ডাক্তার কবিরাজ, কামার ইত্যাদি। নোয়াখালির পৈশাচিকতায় হিন্দুদের এই অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল। নোয়াখালির পৈশাচিকতার হোতা গোলাম সারোয়ার নামে এক মুসলিম লীগ নেতা তার সঙ্গে সঙ্গত করেছে মৌলবি রশিদ আহমেদ ও মোক্তার মুজিবর রহমান। নোয়াখালি জেলাটির দূরত্বের ফলে চট করে কোনো সরকারী পদক্ষেপ নেবার সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত।

নোয়াখালি দাঙ্গার কথা অনেকে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লিখেছেন। একজন প্রবীণ পূর্ববঙ্গীয় রাজনীতিক এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন। 'দেখে মনে হতে পারে এই ঘটনাবলী নিছক গুণ্ডামিই। কিন্তু আসলে তা নয়, এটি মুসলিম লীগ পরিকল্পিত এবং প্রশাসনের সাহায্যপুষ্ট একটি সংগঠিত হিন্দু বিরোধী অভিযান'। গান্ধীজির নোয়াখালি সফর এই ঘটনাবলীকে সারা বিশ্বের নজর এনেছিল এবং বিশ্ব একে হিংস্র মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য শান্তির দূতের এক অসাধারণ প্রচেষ্টা বলেই জানে। গান্ধীজির অভিযানের উদ্দেশ্য স্পষ্টত ছিল হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, যাতে করে তাঁদের গ্রামে ফিরে আসতে পারেন এবং এর জন্য তাঁর পাথেয় ছিল অসীম মানবপ্রেম। গান্ধীজি পায়ে হেঁটে গ্রামে প্রার্থনা সভা করে বেড়াতেন। সেই সব রাস্তা ছিল দুর্গম তাতে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা ভাঙা কাঁচ ও বিষ্ঠা ছাড়িয়ে রাখত । অশোকা গুপ্তাকে গান্ধীজি বলে ছিলেন 'কারুর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করবে না। মনে ভয় না রেখে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে যাবে। সাফল্য তুমি তখনই পাবে যখন তুমি সত্যপথে থেকে, ভয়হীন চিত্তে অত্যাচারিত মানুষকে সাহস যোগাতে পারবে। দাঙ্গাকারীরাও যখন তোমার মধ্যে এই ভয়হীনতা দেখতে পাবে তখন তারাও তোমাকে সম্মান করবে'।

নোয়াখালি সাম্প্রদায়িক শান্তি মিশনে প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার গান্ধীজির সঙ্গী হয়েছিলেন। বাংলার অনেকে এই মিশনে সামিল হয়েছিলেন। স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজও শান্তি মিশনের কাছে যোগ দেন। তিনি মহাত্মাজীর অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে আপন কর্মক্ষেত্রের ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের নির্ভয়তার পাঠ শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর 'মহাত্মা গান্ধীর সেবা ও সহচর্যে কিছুকাল' গ্রন্থে হিন্দু সমাজের উচ্চ-নিচ ভেদাভেদের ঘটনা তুলে ধরেছেন। নোয়াখালি মত শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমানের মধ্যে অল্পসংখ্যক হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে একতার প্রয়োজন বেশি। সে জন্য তিনি একটি ছোট গ্রামে ২৫০ জন হিন্দুর এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন। এখানে বাংলার গান্ধী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও আসেন। বৈঠকের পর খাওয়াদাওয়ার পর্ব প্রায় শেষ। হিন্দুদের মধ্যে 'নাথ' নামক যোগী শ্রেণীর তন্তুবায়ই বেশি। চার ঘর কায়স্থের মধ্যে এক ঘর কায়স্থ সবসময় স্বামী চেতনানন্দজীর কাজে সহমত। বাকী তিন ঘর তাকে এড়িয়ে চলেন। এই ভোজে অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তারা ভোজন অথবা পরিবেশন করতে এলেন না। তাঁরা উত্তর দিলেন, যোগীদের সঙ্গে বসে খাওয়ার চাইতে মুসলমানদের সঙ্গে খাওয়া ভালো । স্বামী চেতনানন্দ তখন বলেন 'আমি বলি তাহা হইলে উহাদের সঙ্গে বিবাহাদিও সারিয়া লইবেন। যোগীদের পৈতা আছে। মাংস খায় না। পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করে না। আর এই কায়স্থেরা তো পৈতা টীকির ধার ধারে না। মাংস কচ্ছপ পর্যন্ত বাদ দেয় না। নিজেদের শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। সে দিক দিয়া বিচারে তো ইহারাই বর্জ্জনীয়। আর দেশের এই অবস্থায় নিজেদের সমাজ হইতে পৃথক হইয়া এই নগণ্য সংখ্যক কায়স্থ নিজেদের বজায় রাখিবেন কি করিয়াদ?

এর কিছুকাল পর স্বামী চেতনানন্দ তাঁর কেন্দ্র আতাকুরা গ্রামে হিন্দুদের মনোবল তৈরি করার উদ্দেশ্যে দশখানি গ্রামের সমস্ত হিন্দু প্রায় ১২০০ জনের এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। দুর্গত সর্বস্বান্ত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য টাকা-পয়সা, শাঁখা- সিঁদুর, বস্ত্রাদির ব্যবস্থা ছিল। এখানে ঐ তিন ঘর কায়স্থকে বাইরে রাখা হয়। এই সময় বরিশাল হতে একজন ডাক্তার এসে সমস্ত ঘটনা শুনলেন। তিনি স্বামী চেতনানন্দের সঙ্গে দেখা করেন এবং ফিরে ঐ তিন কায়স্থ বাড়ির লোকেদের নিয়ে আসেন। ঐ বাড়ির নাগ বাবু বলেন, 'আপনি ত আমাদের, যোগীদের সঙ্গে খাইতে বলিতেছেন। যোগীরা মালীদের সঙ্গে খাইবে তোদ? এরপর বাড়ির কর্তা রমণীমোহন শর্মা, তালুকদার, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, যোগীদের মন্ত্রদাতা গুরু, প্রবীণ কবিরাজ, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হয় তারা মালীদের সঙ্গে খাবেন কিনা? তখন তারা উত্তর দিয়েছিলেন স্বামী চেতনানন্দ বললে তাঁদের মেথরের সঙ্গে খেতে কোনো আপত্তি নেই।

এরপর ঐ তিন ঘর কায়স্থ সম্মত হন এবং তাদের পুরোহিতকেও ঐ প্রীতিভোজে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারা এক অঙ্গীকার পত্রে সাক্ষর করেন । অঙ্গীকার পত্রটি হল — 'আমরা উচ্চবর্ণের লোকেরা এত দিন আপনাদের উপেক্ষা ও অবমাননা দ্বারা আপনাদের কাছে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার ক্ষালন করিবার জন্য করজোড় মার্জ্জনা চাহিতেছি। বিনীত নিবেদন এই যে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের প্রীতিভোজ যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি —

শ্রী .....
শ্রী .....
শ্রী .....

তিন জনের স্বাক্ষর করে এক এক কপি যোগীদের দিয়ে এসেছিলেন। ব্যবস্থা মত সমস্ত কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হল। ঘটনাস্থলে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং সাংবাদিকগণ এসেছিলেন । সবাই পংক্তি ভোজনে সামিল হয়ে ছিলেন।

এ চিত্র যেমন দেখা গেছে তেমনি হিন্দু সমাজে উদারভাবও দেখা গেছে। দাঙ্গার ফলে নোয়াখালিতে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীহরণ, ধর্ষণ ও বলপূর্বক বিবাহ, গোমাংস খাওয়ান প্রভৃতি ঘটনা ঘটেছে। কয়েক ক্ষেত্রে মুসলমান লোকেরা সাহায্য করলেও তার সংখ্যা নগণ্য। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় উপদ্রুপ অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি 'আমার সহস্র সহস্র ভ্রাতা-ভগিনী এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়েছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাহাঁরা হিন্দু ছিলেন, তাহাঁরা এখানো হিন্দু এবং তাহাঁরা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। আমি প্রত্যেকেই বলিয়াছি, হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কোনো ব্যক্তিই এরূপ কোনো কথা তুলিতে পারিলেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না'। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি পরিক্রমার সময় রবীন্দ্রনাথ দত্ত কিছু সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যাদেরকে জোর করে ধর্মান্তর হতে, গোমাংস খেতে হয়ে ছিল সেই সমস্ত হিন্দু লোকেরা যাতে হিন্দুধর্মে ফিরে আসে তার চেষ্টা করেছিলেন। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গে ছোট পুস্তিকা রাখতেন। এই পুস্তিকা রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত এবং এর মধ্যে প্রচুর পণ্ডিত সমাজের সমর্থন উদ্ধৃত করে বলা ছিল যে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ, ধর্ষণ ও গোমাংস ভক্ষণে বাধ্য হয়েছে তাঁরা অনায়াসে হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে পারবেন।

নোয়াখালির হিন্দুরা বুঝতে পেরে ছিল ভেদাভেদ না করে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। এটা তাদের অনেক আগে হওয়া দরকার ছিল। ড. শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন — 'এই বিপদের সময় হিন্দুদিগকে এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয় তবে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে'। রামকৃষ্ণ মিশন ও বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। বর্তমান সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নয়। তা সমাজ ও দেশের উভয়েরই ক্ষতি সাধন করবে।

তথ্যসূত্র:
১। স্বামী চেতনানন্দ , মহাত্মা গান্ধীর সেবা ও সহচর্যে কিছুকাল, প্রাঃ প্রঃ ১৯৯০।
২। তথাগত রায় , যা ছিল আমার দেশ, প্রাঃ প্রাঃ ১৪২৩
৩। অশোকা গুপ্তা , নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে।
৪। ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ , নোয়াখালির মাটিও মানুষ।

আনন্দকথা

মাস্টার (অবাক্ হইয়া স্বগত) — সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ-বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ-বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিস — দুধ, কি আবার কালো হতে পারে?
মাস্টার — আজ্ঞা, নিরাকার — আমার এইটি ভাল লাগে।
শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।
মাস্টার দুইই সত্য এই কথা বারবার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।
(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

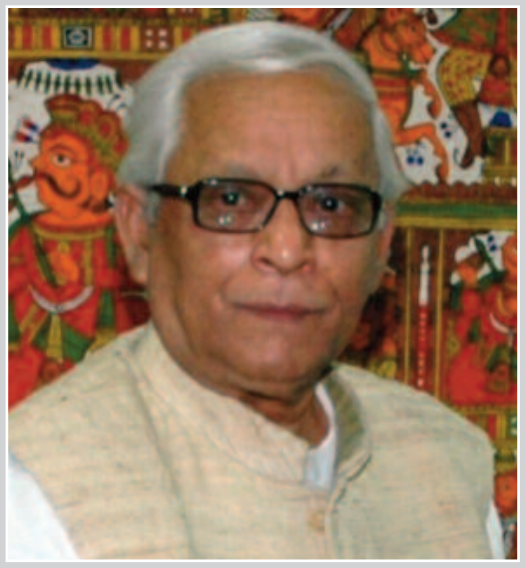

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

১৯৪৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্মদিন।
১৯৪৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের জন্মদিন।
১৯৮৩ বিশিষ্ট বক্সার মেরি কমের জন্মদিন।

ট্রাম পরিষেবাকে ভবিষ্যত পরিকল্পনাতেও ভাবা হোক

শুভজিৎ বসাক

ট্রামে চড়ে কলকাতার এক প্রান্তের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হলেও এই শহরে ট্রামের আবির্ভাব ও রাজত্ব বিস্তারের পর্বটিও খুব আকর্ষণীয়। আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ শহরে একটি গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে সার্ধশত বছর টিকে থাকার গৌরব তো নেহাত কম নয়।

১৮৭৩ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ির প্রবর্তন এক নতুন নাগরিক আভিজাত্যের জন্ম দেয়। কপাল পোড়ে সাবেক পালকি আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের। নতুন সময়ের প্রতিযোগিতায় একটু একটু করে অদৃশ্য হতে হতে একসময়ে তারা চিরতরে স্মৃতিময় অধ্যায়ে পরিণত হয়ে যায়। সেই সময়ে শহরের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রথমে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলত শহরে। তবে ঘোড়ায় টানা ট্রাম এক্ষেত্রে যে কার্যকর মাধ্যম হবে না তা টের পেতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি ব্রিটিশদের। আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ অনেকগুণ বেশি হওয়ায় তৎকালীন জাস্টিস অফ পিসের সিদ্ধান্তকে হঠকারী বলে দেগে দেওয়া হল, ফলে ভারত সরকারের সঙ্গে রীতিমতো দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। নতুন জনপদকে ঘিরে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীদের অনেকেই পরিবহন-ব্যবসায় বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠল। নানা টানাপোড়েনের পর ডিল্যুইন-রবিনসন জুটিকেই বেছে নেওয়া হল কলকাতায় দ্বিতীয় দফায় ট্রাম পরিষেবা চালানোর জন্য। গঠিত হল ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি। ১৮৮০ সালে তৈরি করা হল ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ অ্যাক্ট। এই আইনের নির্দেশিকা অনুসারে ট্রাম পরিষেবাকে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হল।

আজ ১৫১ বছর ধরে পথ হেঁটে হেঁটে কলকাতার ট্রাম আজ এক ক্লান্ত পথিক। ৩৭টি রুটে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত পরিবার আজ ছোট হতে হতে একালের অণু পরিবারের চেহারা নিয়েছে। এটুকুও টিকে থাকবে কি না তা নিয়ে সহস্র প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাগরিকদের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ট্রামযাত্রা আভিজাত্যের স্মারক হিসেবে আজ আর মান্যতা পায় না। ফলে ট্রাম আজ উন্নয়নমুখী ব্যস্ত জনপদে নিতান্তই বেমানান হয়ে পড়েছে। গণপরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তে আজ ব্যক্তিবাহন ব্যবস্থার রমরমা। অ্যাপ-নির্ভর ভাড়ার গাড়ির উত্তুঙ্গ প্রাধান্যের দিনে রাস্তার একপাশ দিয়ে সকলের নজর এড়িয়ে সসঙ্কোচে চলা ট্রাম আজ আর তেমন পছন্দের বাহন নয়। এই প্রজন্মের নাগরিকেরা আর ট্রামে চড়তে চায় না। এমনই এক নেতি-আবহে ট্রামের টিকে থাকার লড়াই খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকারও চাইছে না ট্রামপরিষেবা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে।

তবে ট্রামের গুরুত্বের কথা ভাবা উচিত। কারণ পেট্রোল- ডিজেলের সম্ভার ক্রমশ কমছে। একে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা হোক। আবার সাধারণ মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে বাসের থেকেও তিনগুণ বেশি যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা ট্রামের রয়েছে এবং এর ভাড়াও কম, সেইসঙ্গে পরিবেশবান্ধব। এক গবেষণা অনুযায়ী, আগামী ৫১ বছরের মধ্যে পেট্রোল, ডিজেলের মত জীবাশ্ম তেল এবং ৫৩ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত ফুরিয়ে আসবে। একইসাথে আগামী ২০৫২ সালের মধ্যেই এই খনিজ তেলের মজুত ফুরিয়ে আসার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাসের ভাড়া পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, আবার তার থেকে নির্গত ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ, নানা শারীরিক রোগের আধিক্য হচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেলের মত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের কারণে বায়ুদূষিত হয়ে বিশ্বে যত মানুষের মৃত্যু হয় তা গোটা বিশ্বের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মানুষের সংখ্যার তিনগুণ।

অতএব প্রশাসনের ট্রাম অবলুপ্তির আগে অনেক কিছু পর্যালোচনা করতে হবে। ব্যাটারি চালিত যানবাহন আগামী ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনায় রয়েছে কিন্তু যানবাহনের ব্যাটারি চার্জ হতে যে বিদ্যুতের প্রয়োজন তাতেও জীবাশ্ম জ্বালানি আবশ্যক। গবেষণা অনুযায়ী বিশ্বে ব্যবহৃত মোট জ্বালানির মধ্যে উৎস হিসেবে জ্বালানি তেল থেকে আসছে ৪৩ শতাংশ, কয়লা থেকে ৩৭ শতাংশ। অতএব 'পরিবেশবান্ধব যানবাহন' কথাটা সোনার পাথর বাটির মতই অলীক বস্তু। আবার বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু তাকে চাহিদামতো গার্হস্থ্য, বাণিজ্যিক, স্বাস্থ্য, দূরপাল্লার ট্রেনের মত প্রয়োজনীয় পরিসরে ব্যবহার করা হোক। তবে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র চারটি রুটে ট্রাম চলাচল করবে। বাকি রুটগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে নানা মহল থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো বিশেষ জোরালো নয়। ট্রাম হয়তো সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে একসময় বিদায় নেবে শহরের বুক থেকে চিরকালের মতো,তবে তার ইস্পাতের সমান্তরাল চলনরেখার স্মৃতিকে বুকে জড়িয়ে আমরা নস্টালজিক হয়ে থাকব আরও কিছুদিন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে ট্রামের বিকল্প নেই এবং অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক সবদিক থেকেই তার গুরুত্ব অপরিসীম পর্যায়েই রয়েছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

স্থানীয়দের কাজের দাবিতে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় শিল্পতালুকে বেশ কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে বহু কারখানা তাদের উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত কারখানায় এখনও এলাকার বহু বেকার যুবকরা কাজ পাননি বলে দাবি। বেকার যুবকরা যাতে কাজ পান এবং যে সমস্ত কারখানা ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে, সেই সমস্ত কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে কারখানার আধিকারিকদের নিয়ে পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে বৈঠক করলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক।

এদিন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে অবস্থিত কারখানার আধিকারিকদের কাছে সরাসরি তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। তিনি জানিয়েছেন, যাতে সুষ্ঠু ভাবে কারখানা গড়ার পাশাপাশি এলাকার বেকার যুবকরাও কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান, সেই বিষয়ে কারখানার আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আগামী দিনে অন্যান্য কারখানার আধিকারিকদের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনায় বসা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্থানীয় বেকার যুবকদের মধ্যে যাঁর যেমন যোগ্যতা, তাঁরা সেই ভাবেই কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। বেকার যুবকদের বঞ্চিত করে এলাকায় কারখানা গড়া কোনও ভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প পানাগড় শিল্পতালুক। শিল্পতালুকে ইতিমধ্যে একাধিক কারখানা এসেছে আগামী দিনে আরও যে সমস্ত ফাঁকা জমি রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন কারখানা গড়ে উঠবে। ফলে আগামী দিনে বেকার যুবকদের সমস্যা মিটবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হবে।

উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা দীপঙ্কর লাহা, তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কাঁকসা ব্লকের সভাপতি চন্দন রায় সহ অন্যান্যরা।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যক্ষকে সাসপেন্ড সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আর্থিক বেনিয়ম সহ একাধিক অভিযোগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যক্ষ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করল কলেজের পরিচালন সমিতি। রঘুনাথপুর কলেজের এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা পুরুলিয়া জেলাজুড়ে।

রঘুনাথপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি সাধনা খাওয়াসের দাবি, কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক বিষয়ে বারবার অভিযোগ উঠেছিল। তার ভিত্তিতেই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সামনে অধ্যক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের অনেকগুলিই স্বীকার করেছেন। এরপরই বুধবার কলেজের পরিচালন সমিতির সভায় কলেজের অধ্যক্ষ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। ওই সভায় পরিচালন সমিতির ১১ সদস্যের মধ্যে ১০ জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। অধ্যক্ষকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ওই কলেজের টিআইসি হিসেবে কলেজের শ্রীনিবাস নন্দীকে নিয়োগ করেছে সমিতি।

সূত্র মারফত জানা যায়, রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যক্ষ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই নানা অভিযোগ উঠেছিল। যেমন, কলেজেরই এক শিক্ষকের সই জাল করে টাকা তোলা। অসিতরঞ্জন সাঁতরা নামের ওই শিক্ষক ফাল্গুনীর নামে আদালতে মামলাও করেছেন। এছাড়াও একাধিক তহবিল তছরূপেরও অভিযোগ ফাল্গুনীর বিরুদ্ধে। যদিও পরিচালন সমিতির অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে ফাল্গুনী বলেন, 'কলেজের স্বার্থে দীর্ঘদিন ধরে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। এরপরেও এই সব অভিযোগ আনা হয়েছে। যা আমি মানছি না। কারণ, অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষ।'

কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য তথা সরকারি নমিনি কিরীটি আচার্য বলেছেন, বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসছিল। তার মধ্যেই সামনে আসে এক শিক্ষকের সই জাল করে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ। এছাড়াও কলেজের পরিচালন সমিতিকে অন্ধকারে রেখে কলেজের গাছ কেটে ফেলা থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ আসতেই পরিচালন সমিতি তাঁকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় আত্মঘাতী ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক ছাত্র। বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজ মোড় এলাকা থেকে ওই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। মৃত ছাত্রের নাম তৌশিক মণ্ডল, বয়স ১৭। তার বাড়ি রায়না থানার নতুন গ্রামে। এলাকা সূত্রে জানা যায়, সে বিবেকানন্দ কলেজ মোড় এলাকায় ভাড়া ঘরে থাকত। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সে বর্ধমানের বিদ্যার্থী বয়েজ হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল সে এবং বর্ধমান টাউন স্কুলে তার সিট পড়েছিল। জানা গিয়েছে বুধবার অংক পরীক্ষা তার ভালো হয়নি। যার কারণে সে মানসিক অবসাদে ভাড়া বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। বর্ধমান থানার পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ও ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

সাধারণ নোটিশ

[২০১৪ সালের কোম্পানিসমহূ (অভিযোজন) বিধির ৩০ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী]
পূর্বাঞ্চলীয় পরিচালকের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বাঞ্চল
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানিসমূহ (অভিযোজন) বিধির ৩০ নম্বর নিয়মের (৫) উপ–নিয়মের [ক] অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত।
এবং
নর্ডিক একাডেমি প্রাইভেট লিমিটেড সংক্রান্ত, যার নিবন্ধিত কার্যালয় লেভেল ৮, আরডিবি বুলেভার্ড, প্লট–কে১, সেক্টর ভি, ব্লক ইপি ও জিপি, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৭০০০৯১–এ অবস্থিত, আবেদনকারী।

এইমর্মে সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিটি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অনযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করার প্রস্তাব করেছে যাতে কোম্পানির সংবিধানপত্রে পরিবর্তনের অনুমোদন পাওয়া যায়, যা বুধবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সাধারণ সভায় পাস করা বিশেষ সংকল্প অনুসারে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''কর্নাটক রাজ্যে''** পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

যে কোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনে প্রভাবিত হতে পারে, **MCA-21** পোর্টালে **(www.mca.gov.in)** বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে অথবা নিজাম প্যালেস, II MSO বিল্ডিং, ৩য় তলা, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা–৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে তার/তার আপত্তি সমর্থনকারী একটি শপথপত্র সহ প্রেরণ করতে পারেন, যা এই নোটিসের প্রকাশনার তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের কাছে একটি অনুলিপি সহ প্রেরণ করা যাবেঃ লেভেল ৮, আরডিবি বুলেভার্ড, প্লট কে১, সেক্টর ভি, ব্লক ইপি ও জিপি, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৭০০০৯১

নর্ডিক একাডেমি প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
রাহিব মোহাম্মদ আলি বিশ্বাস
পরিচালক, ডিআইএনঃ ০১১৯১০৭৩
তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

প্রতীকী দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.১২.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) **(১) শ্রী সেন্টু সাহা (২) শ্রীমতি গৌরী সাহা,** উভয়ের ঠিকানা ৭/ডি, বিজয়নগর, নৈহাটি, মাদারস ল্যাপ স্কুলের নিকট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩১৬৫ যে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল নিম্নে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ৪০,৭৯,৪০৬ টাকা (চল্লিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ ছয় টাকা) টাকা ০১.১২.২০২৩** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমেটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ৪০,৭৯,৪০৬ টাকা (চল্লিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ ছয় টাকা) টাকা ০১.১২.২০২৩** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত : হোল্ডিং নং ১২৯৩/১ (কর নথিভুক্তির তথ্য অনুযায়ী), ৭ডি, বিজয়নগর,কালীতলা রোড, (স্থান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী), ওয়ার্ড নং ১৯ নৈহাটি পুরসভা অধীন,থানা এবং পো : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পিন কোড : ৭৪৩ ১৬৫, মৌজা : নৈহাটি, দাগ নং ৩১৬৬, ৩১৬৭, খতিয়ান নং ১০৮৯৮ এবং ভবন/ প্লটের চৌহদ্দি : পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : খালি জমি, উত্তরে : ভবন, দক্ষিণে: সড়ক।

অনুমোদিত অফিসার
স্বা/-
এক্সিস ফিনান্স লি

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

GPT জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); দূরভাষ: + ৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ফ্যাক্স- + ৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯
দেখুন: www.gptinfra.in, ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফাণ্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, স্থানান্তর এবং ফেরত) রুলসের সংস্থান অনুযায়ী যে সকল সদস্য তাদের ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ পর পর ৭(সাত) বছর নগদ গ্রহণ করেননি বা ডিভিডেন্ড দাবি করেননি, সংশ্লিষ্ট ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরিত হবে।

উক্ত রুলস অধীনে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে, যাদের শেয়ার আইইপিএফ তে স্থানান্তরিত হবে তাদের ব্যক্তিগতভাবে নোটিশ পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট : **www.gptinfra.in** পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে ২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট এর নিকট অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড, যদি কিছু থাকে, আবেদন দাখিল করতে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানি কোনও আবেদন না পেলে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুলসের সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি আইইপিএপ তে সংশ্লিষ্ট রুল অনুযায়ী নির্ধারিত শেষ তারিখের মধ্যেই স্থানান্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য কোনও দাবি এবং অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং ভবিষ্যতের ডিভিডেন্ড, যদি কিছু থাকে, পরবর্তীতে কোম্পানির নিকট বকেয়া থাকবে না। শেয়ারহোল্ডারগণ সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ এবং ডিভিডেন্ড আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট সকল শেয়ারের বিষয়ে পুঞ্জিভূত সুবিধা, যদি কিছু থাকে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট আইইপিএপ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ **www.iepf.gov.in** মতে নির্ধারিত রুল অধীনে দাবি জানাতে পারেন।

নথিতথ্যের আকারে অধিকৃত শেয়ারসমূহের জন্য অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং স্থানান্তর প্রতিনিধির নিকট অনুরোধ করতে পারেন, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র এবং মূল বাতিল চেক, আপনার সাম্প্রতিকতম ই-মেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত পাঠাতে পারেন। ডিমাট আকারে অধিকৃতদের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে আপনার ডিপি (ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট) এবং রেজিস্টারের নিকট আপনার ই-মেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত আপনার ডিমাট অ্যাকাউন্টে ডিপি কর্তৃক পরামর্শক্রমে প্রক্রিয়া অধীনে যোগাযোগ করতে হবে।

অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন আরটিএ লিঙ্ক ইনটাইম প্রা লিমিটেড, বৈষ্ণ চেম্বারস, ৬ষ্ঠ তল, ফ্ল্যাট ৫০২ এবং ৫০৩, ৬, ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা : ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩ ৪০০৪ ৯৭২৮/০৩৩ ৪০৭৩ ১৬৯৮, ই-মেল আইডি : kolkata@linkintime.co.in

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
মোহিত অরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
(এ-৫১৫৯০)

Manaksia Steels Limited — মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড

AN ISO 9001 : 2015 COMPANY
রেজিঃ অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫; ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬
ই-মেল: infomsl@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27101WB2001PLC138341

নোটিশ

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানির (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) সাথে পড়ুন, এর দ্বারা কোম্পানির সদস্যদের নোটিশ দেওয়া হল, ২০১৪, সংশোধিত হিসাবে, এবং এমসিএ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ০৩/২০২২, ১১/২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ডিসেম্বর ০৮, ২০২১, মে ৫, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে (''এমসিএ সার্কুলার''), এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, সংশোধিত ('লিস্টিং রেগুলেশনস') হিসাবে যা কোম্পানি বৃহস্পতিবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিশেষ লেনদেনের জন্য শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) থেকে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানো সম্পূর্ণ হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা(গুলি), যা কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে নোটিশ, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড বিজনেস রিপ্লাই খামের ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়নি। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে এবং কোম্পানি সকল সদস্যদের কাছে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') -এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।

পরিচালনা পর্ষদ বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, ১০০৬-১০০৯, কৃষ্ণ বিল্ডিং, ২২৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১৭, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছে।

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে:

১. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা শুধুমাত্র ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২. ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১ মার্চ, ২০২৪ এ শুরু হবে [সকাল ০৯:০০ টা (আইএসটি)] এবং শনিবার, ৩০ মার্চ ২০২৪ [বিকাল ০৫:০০ টা (আইএসটি)] -এ শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনো ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একবার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এবং সদস্যদের ভোটদানের অধিকারগুলি তাদের দেওয়া কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ারের মূলধন অনুপাতে হবে।
৪. যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৫. পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.manaksiasteels.com** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড অর্থাৎ, **www.nseindia.com**, এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com** তে প্রদর্শিত হয়েছে।
৬. সদস্যরা, যারা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোড বা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ডিপোজিটরি/কোম্পানীর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা যে পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন তা পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
৭. স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.manaksiasteels.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে (বিএসই) অবহিত করা হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই), যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, মঙ্গলবার, ২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে। উপরন্তু, ফলাফলগুলি নোটিশ বোর্ডেও স্থাপন করা হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস।
৮. কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ - ২৪৯৯ ৭০০০ অথবা evoting@nsdl.com-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০২.২০২৪

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED OPERATING IN CONSULTANCY SERVICES AT KOLKATA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

SL.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	**M/S SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED** PAN: AAFCS2950K CIN: U51909WB2001PTC092951
2.	Address of the registered office	The Millennium 235/2A, AJC Bose Road, 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, India-700020
3.	URL of website	Not applicable
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Not applicable
5.	Installed capacity of main products/ services	The Company is involved in Consultancy Services
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	F.Y: 2022-23 Total Income : NIL Operating Revenue : NIL
7.	Number of employees/ workmen	NIL
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	**Email for correspondence: spashtmarketingcirp0124@gmail.com**
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	**Email for correspondence: spashtmarketingcirp0124@gmail.com**
10.	Last date for receipt of expression of interest	15th March, 2024
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	25th March, 2024
12.	Last date for submission of objections to provisional list	30th March, 2024
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	09th April, 2024
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	14th April , 2024
15.	Last date for submission of resolution plans	14th May, 2024
16.	Process email id to submit Expression of Interest	**spashtmarketingcirp0124@gmail.com**

Sd/
Anal Basu,
Resolution Professional
IBBI Registration no.: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012
For Spasht Marketing Private Limited
Date : 01.03.2024
Place : Kolkata

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী রূপময় কুন্ডু,** পিতা শিব কুমার কুন্ডু এবং **শ্রীমতি মলি কুন্ডু** স্বামী রূপময় কুন্ডু, ১৩/১ সেকেন্ডারি রোড, এ জোন, দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩২০৪ **এবং** আরও প্রবর্তক হাউজিং কমপ্লেক্স, ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং বি-১৩৮, ১০ম তল, বামুনারা, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১২ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৭২,৮৬০.৯৮ টাকা (পঁচিশ লাখ বাহাত্তর হাজার আটশ ষাট টাকা এবং আটানব্বই পয়সা)** ২৯.১১.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **২৫,৭২,৮৬০.৯৮ টাকা (পঁচিশ লাখ বাহাত্তর হাজার আটশ ষাট টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) এবং** ২৯.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-১৩৮, ১০ম তল, ব্লক বি, প্রবর্তক অ্যাপার্টমেন্ট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯২৫ বর্গফুট এবং ১২০ বর্গফুট পার্কিং স্পেস অবস্থিত মৌজা : বামুনাড়া, জেএল নং ৫৮, এলআর প্লট নং ৬ এবং ৫, আরএস প্লট নং ২০৫ এবং ২০৮, খতিয়ান নং ২৮৪৪, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দুর্গাপুর, থানা : কাঁকসা, **দলিল নং ১- ০৯৬২-২০২০ সালের।**
সম্পত্তি শ্রী রূপময় কুণ্ডু এবং শ্রীমতি মলি কুন্ডু এর নামে।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৮.০২.২০২৪
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

মানাকসিয়া লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ম্যাজেনাইন ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম কর্ণার, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫; ফ্যাক্স নং: +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336

নোটিশ

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানির (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) সাথে পড়ুন, এর দ্বারা কোম্পানির সদস্যদের নোটিশ দেওয়া হল নিয়ম, ২০১৪, সংশোধিত হিসাবে, এবং এমসিএ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ০৩/২০২২, ১১/২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৩ যথাক্রমে (''এমসিএ সার্কুলার''), এবং কোম্পানির ২৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, সংশোধিত ('লিস্টিং রেগুলেশন') হিসাবে সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে ২০২৪, বিশেষ ব্যবসায় লেনদেনের জন্য শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) থেকে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/কোম্পানীর সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত করা সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠানো সম্পূর্ণ হয়েছে নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে, যা কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে নোটিশ, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড বিজনেস রিপ্লাই খামের ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়নি। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে এবং কোম্পানি সকল সদস্যদের কাছে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') -এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।

পরিচালনা পর্ষদ বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, ১০০৬-১০০৯, কৃষ্ণ বিল্ডিং, ২২৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১৭, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেছে।

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে:

১. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা শুধুমাত্র ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
২. ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১ মার্চ, ২০২৪-এ শুরু হবে [সকাল ০৯:০০টা (আইএসটি)] এবং শনিবার, ৩০ মার্চ, ২০২৪ [বিকাল ০৫:০০টা (আইএসটি)] -এ শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনো ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একবার শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এবং সদস্যদের ভোটদানের অধিকারগুলি তাদের দেওয়া কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ারের মূলধন অনুপাতে হবে।
৪. যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৫. পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.manaksia.com** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড অর্থাৎ, **www.nseindia.com**, এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com** তে প্রদর্শিত হয়েছে।
৬. সদস্যরা, যারা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোড বা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ডিপোজিটরি/কোম্পানীর সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা যে পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন তা পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
৭. স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksia.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com**-এ উপলব্ধ করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে (বিএসই) অবহিত করা হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই), যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, মঙ্গলবার, ২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে। উপরন্তু, ফলাফলগুলি নোটিশ বোর্ডেও স্থাপন করা হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস।
৮. কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ - ২৪৯৯ ৭০০০ অথবা **evoting@nsdl.com**-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।

মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনাথ বান্ধব চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০২.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর মেন ব্রাঞ্চ
ডি এল রায় রোড, বউবাজার, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১১০১
ইমেল : k813@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২২.০৩.২০২৪ তারিখে ৫৫,৬৪,৩০৯.১২ টাকা** (পঞ্চান্ন লাখ চৌষট্টি হাজার তিনশ নয় টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ১৮,৬২,১১১.০০ টাকা + ৩৭,০২,১৯৮.১২ টাকা) ২৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ **ঋণগ্রহীতা : শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জি,** পিতা প্রয়াত রোহিনি কুমার চ্যাটার্জি, উত্তর কালীনগর, পো. কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা : শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জি** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি উত্তর কলিঙ্গনগর, পো : কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালী জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১ ১০১। পশ্চিমবঙ্গ। **২. প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জির এস্টেট, (প্রয়াত) পিতা প্রয়াত হরিদাস চ্যাটার্জি (বন্ধকদাতা) আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী তথা : ক) শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জি** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি **খ) শ্রী রঞ্জিত চ্যাটার্জি** পিতা প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি **গ) শ্রী সমীর চ্যাটার্জি** **সকলের ঠিকানা :** উত্তর কলিঙ্গনগর, পো : কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **খ) কৃষ্ণনগর মেন শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন জেএল নং ৯২, মৌজা : কৃষ্ণনগর, প্লট নং আরএস ৩৩২১২, এলআর ১৯২০৯, খতিয়ান নং এলআর ১৯১১২, পো : কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : নদিয়া, এরিয়া ০.০৬ একর, **প্রয়াত রোহিনী কুমার চ্যাটার্জি,** পিতা প্রয়াত হরিদাস চ্যাটার্জির নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ডি-১০০ তারিখ ০২.০৮.১৯৮৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুর সড়ক, দক্ষিণে : কৃষ্ণ দত্তর সম্পত্তি, পূর্বে : পিসিসি রোড, পশ্চিমে : মেটাল রোড।	**৫৫,৬৪,৩০৯.১২ টাকা** (পঞ্চান্ন লাখ চৌষট্টি হাজার তিনশ নয় টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ১৮, ৬২,১১১.০০ টাকা + ৩৭,০২,১৯৮.১২ টাকা) **২৫.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৩৭.৩৭ লাখ টাকা (*)** (সাঁয়ত্রিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ৩.৭৪ লাখ টাকা** (তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB10634633553** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০ ৬১৩১'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৮.০২.২০২৪
স্থান : কৃষ্ণনগর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আদিবাসী মহিলাদের মারধরের অভিযোগ আবগারি অফিসার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে

পাল্টা উঠল হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে গ্রামে গিয়ে আদিবাসী মহিলাদের মারধরের অভিযোগ উঠল আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পর আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের আটকে রেখে কয়েকশো আদিবাসীরা গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়লা পাড়া এলাকায়। আবগারি দপ্তরের অভিযানকারী আধিকারিকদের আটকে রাখার পাশাপাশি তাদের গাড়ির সামনেও গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করেন আদিবাসীরা। পাশাপাশি ধামসা, মাদল হাতে নিয়ে আবগারি দপ্তরের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন বিক্ষোভকারী। ক্রমশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তেই অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরাতন মালদা

থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আদিবাসীদের সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় পর অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিক্ষোভকারী আদিবাসীরা জানিয়েছেন, তাদের বাদনা পরব উৎসবেই জন্য গত কয়েক দিন ধরেই মহুয়া ফল থেকে তৈরি হাড়িয়া খাওয়ার উৎসব চলছিল। কিন্তু এদিন সকালে হঠাৎ করে ছয় থেকে সাতটি চার চাকার গাড়ি নিয়ে রাইলা গ্রামে আবগারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীরা অভিযান চালায়। সেই সময় এক আদিবাসী বৃদ্ধা চন্দনী কিস্কুর বাড়িতে ঢুকে তাকে মারধর করে আবগাড়ি দপ্তরের কর্মীরা। তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই আরো বেশ কয়েকটি বাড়িতে অভিযানকারী আবগাড়ি দপ্তরের অফিসার, কর্মীরা ঢুকে ভাঙচুর চালায়। মহিলাদের ওপরে অত্যাচার চালানো হয়। আর এই ঘটনাটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আদিবাসীরা।

বিক্ষোভকারী আদিবাসী রবিন টুডু, তালাময়ী সোরেন, কুলিন সোরেন বলেন, বাদনা পরব হচ্ছে আমাদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য। আর এই উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসীদের হাড়িয়া খাওয়ার উৎসব চলছে। কিন্তু হঠাৎ করে এদিন আবগারি দপ্তরের অফিসার কর্মীরা গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে দেয়। বেশ কয়েকটি বাড়িতে চোলাই বিক্রির নামে ভাঙচুর করা হয়। মারধর করা হয় মহিলাদের। কেন এভাবে অত্যাচার চালাল অভিযানকারী অফিসাররা, তারই প্রতিবাদ জানিয়ে গ্রামীণ এলাকার সড়ক অবরোধ করে ওদের আটকে রাখা হয়। যদি গ্রামে কেউ চোলায় বিক্রি করত তাহলে তাদেরকে আইন মোতাবেক ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু সেটা না করে অযথা গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চাকরি থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনার বিষয়ে আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

আবগারি দপ্তরের মালদার সুপারিনটেন্ট সত্যজিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন, ওই গ্রামে বেআইনিভাবে চোলাইয়ের ঠেক চলছে, সেই খবর পেয়েই অভিযানে গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারেরা। কিন্তু অভিযানকারী অফিসারদের ওপর হামলা চালানো হয়। একজন কনস্টেবলকে মারধর করা হয়। এখন আদিবাসীরা যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওদের কাউকেই হেনস্তা বা মারধর করা হয়নি। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোনামুখী জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের দাদার তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সোনামুখীর বিজেপি নেতা চঞ্চল সরকারের বড়দা কমলেশ সরকার তৃণমূলে যোগদান করলেন। এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বিজেপি নেতা চঞ্চল সরকারের। এবার এই বিজেপি নেতার ঘরেই ভাঙন, চঞ্চল সরকারের বড়দা কমলেশবাবুর দাবি, তাঁর ভাই বিজেপি নেতা হলেও, তিনি এর আগে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। এদিন তিনি খাতড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যান সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হন, তারপরেই এই সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি আরও দাবি করেন, এলাকায় উন্নয়ন করার জন্যই তিনি তৃণমূলে যোগদান করেছেন। তবে ভাই ভাইয়ের মতো রাজনীতি করবেন, কমলেশবাবু তাঁর মতো। অন্যদিকে কমলেশবাবুর ভাই তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সরকারের দাবি, দাদার তৃণমূলে যোগদানের বিষয়টা তিনি জানেন না পড়ে শুনেছেন। তবে তাঁর ইচ্ছায় তিনি তৃণমূলে যোগদান করেছেন। তৃণমূলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, যাঁকে পারছে তাঁকেই পতাকা ধরিয়ে দিচ্ছে। দাদা এখনকার ভোটারই নন, তিনি বিদেশের ভোটার, তিনি কোনও রাজনীতিই করেন না।

তবে একই পরিবারের দু' ভাই দুই দলে থাকা নিয়ে জানান, সবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রয়েছে যে যা খুশি দল করতে পারেন। তবে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, কমলেশবাবু দলে যোগদান করাতে সোনামুখী বিধানসভায় তৃণমূল অনেকটাই শক্তিশালী হল আগামী লোকসভা ভোটের জন্য।

প্রকল্প উদ্বোধন-শিলান্যাস ইসিএল চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বরের ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ায় কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধনে এলেন ইসিএলের চেয়ারম্যান সমীরণ দত্ত। সঙ্গে ছিলেন ইসিএলের ডাইরেক্টর পার্সোনাল আহুতি সোয়াইন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকল্পের শিলান্যাসের পাশাপাশি চেয়ারম্যান উদ্বোধন করলেন বাঁকোলা সুভাষ কলোনিতে অবস্থিত একটি ইকোপার্ক, একটি মাল্টিজিম ও কম্পিউটার সেন্টারের। এছাড়াও বাঁকোলা এরিয়াতে ইসিএলের কর্মীদের খনির কাজের ট্রেনিয়ের জন্য একটি ভিটি সেন্টার ও ইসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য একটি গেস্ট হাউসেরও উদ্বোধন হয় এদিন।

এখানে এসেই তিনি কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে তাঁর কর্মসূচির সূচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বিধায়কের এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেখে এর জন্য বিধায়ককে ধন্যবাদও জানান এবং তিনি জানান, এই এলাকাকে আরও উন্নত করতে এবং এলাকায় আরও কয়েকটি ইকোপার্ক তৈরি করতে অগ্রণী ভূমিকা নেবে ইসিএল। পাশাপাশি যে পার্কের তিনি উদ্বোধন করলেন আশ্বাস দিলেন প্রয়োজন হলে ইসিএলের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে এই পার্কগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করানো হবে।

ইসিএলের চেয়ারম্যানের আগমনের প্রসঙ্গে পাণ্ডবেশ্বর এর তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানেন, আজ পাণ্ডবেশ্বর এর বাকোলা এরিয়ায় বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন হলো ইসিএল এর চেয়ারম্যানের হাত দিয়ে। বিধায়ক বলেন, এলাকায় কংসাবতী নামে একটি গেস্ট হাউসের উদ্বোধন হয়। এই গেস্ট হাউসটি বিশেষত ইসিলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে বলে জানান বিধায়ক। পাশাপাশি এলাকায় কিচিরমিচির নামে একটি ইকো পার্কের দ্বারোদ্ঘাটন হলো আজ আজ থেকেই পার্টি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হল।

আলু গাছে ধসা রোগ হওয়ায় মাথায় হাত গোঘাটের আলু চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার মধ্যে আরামবাগ মহকুমার নদীবাঁধ সংলগ্ন জায়গায় আলু চাষ বেশি। প্রায় দুই মাস আগে থেকেই আলু তোলার কাজ শুরু হয়েছে আরামবাগ মহকুমায়। সব ভালো যার, শেষ ভালো তার; অন্তত এই বাক্যটি মানছেন আলুচাষিরা। কিন্তু এই বছর আলু চাষে উল্টো পূরাণ। গতবার আলুর ব্যাপক ফলনে কপাল পুড়েছিল চাষিদের। এবার প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আলুতে ধসা রোগ হওয়ায় কম ফলন হয়েছে। আলুর আকৃতিও একেবারে ছোট হয়েছে। ক্যাঁট আলুর সংখ্যা বেশি হয়েছে। আর তাতেও কপাল পুড়েছে তাদের। আর্থিক সংকটে পড়েছেন তারা। প্রকৃত আলু চাষিরা আলুর দাম না পাওয়ায় হতাশায় ভুগছেন চাষিরা। বর্তমানে কিছুটা আলুর দাম বাড়লেও প্রকৃত আলু চাষিরা সেই দাম থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। আলুতে ধসা রোগ এই মহকুমায় অন্যান্য জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা গেলেও গোঘাটের পূর্ব অমরপুরে বেশি দেখা যাচ্ছে। এমনটাই জানাচ্ছেন আলু চাষিরা। তাই আলুচাষিরা হতাশায় ভুগছেন বলা যায়।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুটা দেরিতে শুরু হয়েছিল আলুর চাষ। কিন্তু তাতেই লাভের আশা করছিলেন জেলার আলু চাষিরা। অন্তত কিছুটা বেশি দাম পাওয়া যাবে বলেই তাঁদের ধারণা ছিল। কিন্তু দাম কিছুটা থাকলেও আলুর ফলন বিঘা প্রতি কমে যাওয়ায় কপালে হাত চাষিদের। কৃষি দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এখন আরামবাগ মহকুমা জুড়ে কোথাও কোথাও ফসল তোলার কাজ চলছে। আবার কোথাও আলুর ধসা রোগ নিরাময় করার জন্য জমিতে ওষুধ স্প্রে করতে ব্যস্ত চাষিরা। গোঘাটের অমরপুর এলাকার এক চাষি প্রতীত রায় বলেন, আলু চাষে সবই লোকসান। বিঘা প্রতি কুড়ি থেকে বাইশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আলুতে ধসা রোগ হয়ে যাওয়া ফলন কমে যাবে। বেশিরভাগই ক্যাঁট আলু হয়েছে। সমবায়ে ঋণ করে আলু চাষ করেছি। সার ও বীজের দাম দোকানে বাকি রয়েছে। আমরা আর খেতে পাব না। আলু চাষি রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, ধসার ওষুধ দিয়েও আলু গাছ বাঁচানো যায়নি। পাঁচ বিঘা জমিতে চাষ করি। লোন করে আলু চাষ করি। সরকার যদি সাহায্য করে তবেই চাষিরা বাঁচবে। মহিলা আলু চাষি কল্পনা কামরুই বলেন, ধসা লেগে গাছ মরে গেছে। ফসল নষ্ট হয়েছে গেছে। ঋণ পরিশোধ করা আর সম্ভব হবে না। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, আলু চাষিদের পাশে আমরা রয়েছি। কৃষককের যদি ফসল নষ্ট হয় তাহলে উচ্চ প্রশাসনে জানানো হবে। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে আলু গাছে ধসা রোগ হওয়ায় প্রকৃত গরিব আলু চাষিদের করুণ অবস্থা।

শাহজাহানকে দুষ্কৃতীর তকমা কাকলি ঘোষ দস্তিদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: শাহজাহান গ্রেপ্তার হতেই ১৮০ ডিগ্রি ভোলবদল তৃণমূলের। এবার শাহজাহানকে দুষ্কৃতী তকমা দিলেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। কয়েকদিন আগে সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন পার্থ ভৌমিক। শাহজাহানের বিরুদ্ধে নাকি কোনও অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে শুনতে পাননি! সংবাদমাধ্যমে সে কথা জানিয়েছিলেন পার্থ। বৃহস্পতিবার হাবড়ার দলীয় একটি সভায় কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে দেখা যায় শাহজাহানকে বেশ কয়েকবার দুষ্কৃতী বলে আখ্যা দেন। দল থেকে বহিষ্কারের পর একেবারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শাহজাহান তৃণমূল নেতা তকমা পেলেন দুষ্কৃতীর। কোর্টের নির্দেশের তিনদিনের মধ্যে শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পুলিশকে বাহবা ও স্যালুট জানান বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

রাজ্যের মধ্যস্থতায় তিন বছর পর খুলতে চলেছে ওয়েলিংটন জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: একসময় হুগলি নদীর দু' পাড় বরাবর গড়ে উঠেছিল সুবিশাল শিল্পাঞ্চল। যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পাটশিল্প। কিন্তু কালের নিয়মে পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা বেশ খারাপ। একের পর এক জুটমিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে এবার উলটো পথে হেঁটে এল খুশির খবর। রাজ্য সরকারের মধ্যস্থতায় তিন বছর পর আবার খুলতে চলেছের রিষড়ার বন্ধ ওয়েলিংটন জুটমিল। আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে ২০২১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি রিষড়ার ওয়েলিংটন জুটমিলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল মালিকপক্ষ। এবার শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে মিল কর্তৃপক্ষ, শ্রম দপ্তরের আধিকারিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ৫ মার্চ থেকে আবারও কাজ শুরু হবে ওয়েলিংটন জুটমিলে। প্রথমে রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অন্যান্য শ্রমিকরাও কাজে যোগ দেবেন বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এই বিষয়ে ওয়েলিংটন জুটমিলের এক শ্রমিক জানান, তাঁদের এখানে ১৬৮৬ জন শ্রমিক কাজ করেন। মিল বন্ধ থাকায় গত তিন বছর ধরে প্রতিটি পরিবার বহু কষ্ট সহ্য করে দিন কাটিয়েছে। মিল খুললে তাঁরা আবার কাজ পাবেন, তাই এলাকার সকলে খুশি। এই সিদ্ধান্তে খুশি মিলের আশপাশের এলাকার দোকানদাররাও। তাঁদেরও ব্যবসা গত তিন বছর ধরে তেমন একটা হয়নি। মিল খুললে তাঁদেরও হাল ফিরবে বলে মনে করা হচ্ছে। সিআইটিইউ নেতা সুমঙ্গল সিং জানান, প্রথমে দৈনিক ৩০ টন উৎপাদন হবে। পরে ধাপে ধাপে তা বেড়ে ১০০ টন হবে।

১০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাকে ১০টি শাল পাতা তৈরির মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে এগিয়ে এল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। এদিন তারা নিজেদের উদ্যোগে প্রায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১০০ জন মহিলার হাতে দশটি পাতা সেলাই করার মেশিন তুলে দেওয়া হল। মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডব্লিউবিএসআরএলএম যার মূল উদ্দেশ্য হল স্থিতিশীল উন্নয়ন, সেই আওতাতেই পড়ছে এই প্রকল্প।

সোনামুখীর কাছাকাছি মানিকবাজার এবং পাঁচালে যে জঙ্গল রয়েছে সেখান থেকে মহিলারা পাতা সংগ্রহ করে এনে এই মেশিনের মাধ্যমে তা তৈরি করে ব্যবসার উপযোগী করে তুলতে পারে। এইভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যদি সরাসরি জঙ্গল থেকে পাতা তুলে এনে এই মেশিনের সাহায্যে তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে তা হলে হয়তো একটা ভালো অংশের লভ্যাংশ তাদের ঘরে পৌঁছবে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব এমনটাই জানাচ্ছেন সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে এই ধরনের উপহার পেয়ে বেজায় আপ্লুত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁরা জানাচ্ছেন, আগামী দিনে তাঁদের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাবেন।

সেরার সেরা বাড়ির পুজো শিল্প ভারতী বারোয়ারি ত্রিধারা

হুগলি টিভির পুরস্কার

চুঁচুড়া: ৬টা জেলার ৪০টি সরস্বতী পূজা কমিটিকে পুরস্কৃত করা হল হুগলি টিভির পক্ষ থেকে। ১৪ তারিখ সরস্বতী পুজোর দিন ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাড়ি এবং পূজা কমিটির সরস্বতী প্রতিমা, মণ্ডপ এবং আলোক সজ্জার নিরিখে বিচার করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং সেরার সেরা নির্বাচন করা হয়। সব মিলিয়ে মোট ৪০টি বাড়ি এবং পুজো কমিটিকে বসন্ত পঞ্চমী সম্মানে পুরস্কৃত করে নজির তৈরি করল হুগলি জেলার জনপ্রিয় সংবাদ চ্যানেল হুগলি টিভি। সেরার সেরা শিল্প ভারতীকে রুপোর মুকুট দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে একটি অনুষ্ঠানে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান অমিত রায়, হুগলি জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী, পুরপরিষদ সদস্য জয়দেব অধিকারী প্রেস ক্লাব অব হুগলির সম্পাদক মিলটন সেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী প্রমুখ অতিথিবৃন্দ বাড়ি এবং বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

জানা গিয়েছে, এই সরস্বতী পূজা উপলক্ষে 'সেরা পূজার সন্ধানে' শীর্ষক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল হুগলি টিভির তরফে। তাতে ৭৫টি বাড়ি এবং বারোটি বারোয়ারি পুজো কমিটি অংশ নেয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান, এতগুলি জেলার এতগুলো পূজা কমিটিগুলোকে নিয়ে এত বড় মাপের প্রতিযোগিতা ভীষণ প্রশংসার দাবি রাখে। এজন্য হুগলি টিভিকে তিনি ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানান। পুরপ্রধান অমিত রায় জানান, সরস্বতী পুজোকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন শিল্পকলার প্রকাশ যা অভিনবত্বের দাবি রাখে। এত বড় মাপের প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য হুগলি টিভিকে তিনিও ধন্যবাদ জানান।

হুগলি টিভির কর্ণধার রাজেশ মণ্ডল জানিয়েছেন, বাংলার শিল্পী ও শিল্প সংস্কৃতির ধারাকে সম্মান জানাতে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে। আগামী দিনেও সকলের সহযোগিতা নিয়ে এই ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে সেরা পুজোর সন্ধানে প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।

মন্দিরের জমিতে জোর করে পাঁচিলের অভিযোগে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলার কাছে মাতৃকা মন্দিরের জমি দখল করে পাঁচিল দেওয়ার অভিযোগে তুলকালাম কাণ্ড। এই ঘটনার প্রতিবাদে নেমে পড়েন এলাকার মানুষজন ও মহিলারা। তাঁরা পাঁচিল ভেঙে দেন ও যাঁরা পাঁচিল দিতে এসেছিলেন তাঁরা পালিয়ে যান। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বেলার দিকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা সামাল দেয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ, ওয়ার্ড সভাপতি মানিক সিংহ। সন্ধেবেলায় উপস্থিত হন উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল।

মন্দির কমিটির দাবি, একসময় মন্দিরের একজন পুরোহিত ছিলেন মুখার্জি মশাই তাঁকে ওখানেই মন্দিরের পাশে থাকতে দিয়েছিলেন মন্দির কমিটি। থাকতে থাকতে এখন তাঁর দুই ছেলে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও শিবু মুখোপাধ্যায় এই জমি তাঁদের বলে দাবি করতে থাকেন এবং কেস করেন। মন্দির কমিটি কেসে জিতে যায় তারপরেও এটাকে প্রোমোটিংয়ের চক্রান্ত করে। মন্দির কমিটির দাবি, নকল কাগজ বের করে।

এই প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডলের দাবি, 'মন্দিরের জমি জোর করে দখল নেওয়া এটা অন্যায় আমরা প্রতিবাদ করছি এবং পাড়ার বাসিন্দারা প্রতিবাদ করে পাঁচিল ভেঙে দিয়েছেন। খুব ভালো করেছেন। আমরা এই জায়গাটা পুরসভার পক্ষ থেকে একটা পার্ক তৈরি করব ছোটরা সেখানে খেলাধুলো করবে।' এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহর দাবি, 'মন্দিরের জমি দখল করতে এসেছিল, জোর করে পাঁচিল দিচ্ছিল এলাকার মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বেআইনি কাজ সমর্থন করি না, আমরা মন্দির কমিটির পাশে আছি।'

নদিয়ায় মোদিকে স্বাগত জানাতে হোমিওপ্যাথি সিসিতে চিত্রপট প্রধানমন্ত্রীর

নিলয় ভট্টাচার্য

নদিয়া: নদিয়ার মাটিতে পা রাখতে চলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তাকে স্বাগত জানাতে হোমিওপ্যাথির ওষুধে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র কাঁচের শিশির মধ্যে দিয়ে চিত্রপট একে এক অনন্য নজর গরল নদিয়ার চাপড়ার বড় আন্দুলিয়ার অঙ্কন শিল্পী তুহিন মণ্ডল। আগামী ২ মার্চ নদিয়ার কৃষ্ণনগরে সভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ইতিমধ্যে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য দলীয় কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে অনেক মানুষই আছেন যারা অভিনবত্ব কিছু উপহার দেওয়ার জন্য, কিন্তু অঙ্কনশিল্পী তুহিন মণ্ডল তার চিন্তা ভাবনায় এক অনন্য নজির গড়ল। কাজটি খুব সোজা নয়, অনেকেই হয়তো খাতা পেন সহ বিভিন্ন রং পেন্সিল ব্যবহার করে নরেন্দ্র মোদির ছবি আঁকবেন, কিন্তু ক্ষুদ্র হোমিওপ্যাথির শিশির ভেতরে অক্লান্ত পরিশ্রমের চেষ্টায় একে ফেললেন মোদির চিত্রপট। অঙ্কন শিল্পী তুহিন মণ্ডলের স্বপ্ন, তার জেলায় দেশের প্রধানমন্ত্রী পা রাখতে চলেছেন তার কাছে সামর্থ্য শুধুই শিল্প। তাই তার নিজের হাতে আঁকা চিত্রপট প্রধানমন্ত্রী হাতে তুলে দিতে চান তিনি। তবে এই তুহিন মণ্ডল একাধিকবার চিত্রপটে একে রাজ্যের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। তার অভাবের সংসার, তবুও মনোবল হারায়নি সে। একটা সময় নিজের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হত তাকে, এখন অঙ্কন শিল্পী হিসেবে পরিচিত রাজ্যের পাশাপাশি গোটা নদিয়া জেলায়। দূর দুরান্ত থেকে খুদে পড়ুয়া থেকে শুরু করে যুবক-যুবতীরাও তার কাছে অঙ্কন শেখে তার কাছেই, আর তাতেই এখন একটু হলেও স্বাবলম্বী তুহিন মণ্ডল। এর আগেও নিজের পেট দিয়ে একাধিক চিত্রপট একে নজির গড়েছিলেন তুহিন। এবার আবারো এক অনন্য নজির গড়লেন তুহিন। এখন দেখার শিল্পী তুহিনের স্বপ্ন পূরণ কতটা হয়।

SBI

এসবিআই এসএমই বারাসাত ব্রাঞ্চ (১৭৪৫৯)
৭৪/৩৮ যশোর রোড, পোস্ট- হৃদয়পুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৭। ব্রাঞ্চ ফোন নং ০৩৩-২৫৮৪০৬৩২
ই-মেইল: sbi.17459@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী অনুজ কুমার তিওয়ারি, মোবাইল : ৯৬৭৪৭১৯৫৯৭, ই-মেইল: anuj_tiwary@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২০.০৩.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।"

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **প্রতীকী দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০.০৩.২০২৪** তারিখে, **১,৮৫,৬৫,০৪০.০০/- টাকা (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র) ৩০/০৯/২০২৩** অনুযায়ী তুদপরি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে - **মেসার্স রংধনু কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ**, ডিরেক্টর- সঞ্জয় সরকার এবং মহুয়া সরকার, ৩ নং গ্রিন পার্ক, আরিফবাড়ি, পোস্ট- নোয়াপাড়া, থানা- বারাসত, ব্যারাকপুর রোড, কলকাতা - ৭০০১২৫- এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে (সম্পত্তি ১ এবং সম্পত্তি ২ -এর জন্য): **২,৩৩,৫২,০০০.০০/- টাকা,** বায়না অর্থ জমা হবে **২৩,৩৫,২০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০,০০০/-টাকা**।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১: একতলা ভবন সহ কমবেশি ৩ কাঠা ০৮ ছটাক এলাকা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা- চকচাতুরিয়া, জেএল নং ৩৬, আরএস- খতিয়ান নং.১০৬, এলআর খতিয়ান নং.১৪৬, ৩৪০, হাল খতিয়ান নং. ২৭৮০, আরএস ও এলআর দাগ নং-৬০, থানা- বারাসাত, হোল্ডিং নং ১৮৩০, বারাসাত পৌরসভার স্থানীয় এখতিয়ারে সহ, এডিএসআরও , কদম্বগাছি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা । সম্পত্তিটি মেসার্স রংধনু কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- প্লট নং সি; দক্ষিণ- ৬০ ফুট চওড়া ব্যারাকপুর রোড; পূর্ব- দাগ নং ৯৯ ও ১০০; পশ্চিম- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা।
সম্পত্তি ২: কমবেশি ৬১ ডেসিমেল এলাকা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এলআর দাগ নম্বর-১১৩৬ (জমির পরিমাপ ০৫ ডেসিমেল প্রকৃতি ডাঙ্গা) এবং এলআর দাগ নং-১১৩৮ (জমির পরিমাপ ৫৬ ডেসিমেল প্রকৃতি বাস্তু) দোতলা ভবন সহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৪০০ বর্গফুট প্রথম ফ্লোরে১৪০০ বর্গফুট মোট ২৮০০ বর্গফুট এলআর খতিয়ান নং ২৩৭০, ২৩৭১, ২৩৭২, ২৩৭৩, ২৩৭৪, ফ্ল্যাট নং এ৮, এবং অন্যান্য সুবিধা ইত্যাদি সহ যা মৌজা- ঘোলা, জেএল নং ৭৭ হোল্ডিং নং ১২/১, ঘোলা রোড, ২২ নং এর অধীনে, থানা-বারাসাত, বারাসত পৌরসভার সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত, এডিএসআরও- বারাসাত, ব্লক ৬-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩টি গ্যারেজ।

মেসার্স রংধনু কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ (সম্পত্তির বিবরণ ১)

একতলা ভবন সহ কমবেশি ৩ কাঠা ০৮ ছটাক এলাকা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা- চকচাতুরিয়া, জেএল নং ৩৬, আরএস- খতিয়ান নং.১০৬, এলআর খতিয়ান নং.১৪৬, ৩৪০, থানা- বারাসাত, হোল্ডিং নং ১৮৩০,	রিজার্ভ মূল্য- ৯৪,২৪,০০০/-টাকা বায়না অর্থ জমা- ৯,৪২,৪০০/-টাকা বর্ধিত মূল্য হবে - ৫০,০০০/-টাকা

রংধনু টাওয়ারস — মেসার্স রংধনু কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ (সম্পত্তির বিবরণ ২)

নং ১: ব্লক ২ - ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং সি, এরিয়া ৭৪৯ বর্গফুট	রিজার্ভ মূল্য-১৫,৫০,০০০/- টাকা, বায়না অর্থ জমা- ১,৫৫,০০০/-টাকা বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা।
নং ২: ব্লক ৩ - গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং সি, এলাকা ৮৭১ বর্গফুট	রিজার্ভ মূল্য-১৮,০৩,০০০/- বায়না অর্থ জমা- ১,৮০,৩০০/-টাকা, বর্ধিত মূল্য হবে- ১০,০০০/- টাকা।
নং ৩: ব্লক ৪ - ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি, এরিয়া ৬৯৮ বর্গফুট,	রিজার্ভ মূল্য ১৪,৪৫,০০০/- টাকা, বায়না অর্থ জমা১,৪৪,৫০০/- টাকা, বর্ধিত মূল্য হবে- ১০,০০০/- টাকা।
নং ৪: ব্লক, ৬-'৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি, এরিয়া ৭০০ বর্গফুট।	রিজার্ভ মূল্য ১৪,৪৯,০০০/- টাকা, বায়না অর্থ জমা- ১,৪৪,৯০০/- টাকা, বর্ধিত মূল্য হবে- ১০,০০০/- টাকা।
নং ৫: ৩ গ্যারেজ, ব্লক ৬ এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে।	রিজার্ভ মূল্য-২,২৫,০০০/-টাকা, বায়না অর্থ জমা-২২,৫০০/-টাকা, বর্ধিত মূল্য হবে- ১০,০০০/- টাকা।

* গ্যারেজ ক্রয় ফ্ল্যাট ক্রয় সাপেক্ষে

পরিদর্শনের তারিখ: ১৬.০৩.২০২৪ দখলের ধরন: প্রতীকী

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auction-home/ ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ: ০১.০৩.২০২৪
স্থান: বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮.৪ শতাংশ!

দেশবাসীকে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সুখবর শোনাল কেন্দ্র। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের দাবি অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিক অর্থাৎ অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। যা সাম্প্রতিক অতীতে সর্বাধিক। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে জিডিপি বৃদ্ধির এই হার প্রকাশ্যে আসায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশাল মিডিয়ায় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী পোস্ট, 'দেশের জিডিপি বৃদ্ধির এই বিরাট হার দেশের অর্থনীতির শক্তি এবং সম্ভাবনার প্রমাণ। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ যাতে আরও ভালো জীবনযাপন করতে পারেন, এবং একটি বিকশিত ভারত যাতে তৈরি করা যায়, সেই লক্ষ্যে আমরা আরও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি করার চেষ্টা করব।' আসলে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে তুলে ধরতে চায়। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গেলে এই হারেই বৃদ্ধির প্রয়োজন। ২০২২ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের পর এটাই ভারতের সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার। ২০২২ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে এমনিই দ্রুতহারে বাড়ছিল গোটা বিশ্ব অর্থনীতি। সে তুলনায় এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বেই স্থিতাবস্থা চলছে। অথচ, সেই স্থিতাবস্থার মধ্যেই ভারত বিরাট উন্নতি করল। যা উচ্ছ্বাস বাড়াচ্ছে সরকারের। চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর এই বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের কম ছিল। তার থেকে এ বার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এই ধারা বজায় থাকলে চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশকে ছাপিয়ে যাবে বলে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর প্রাথমিক ভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য ৬.৬ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল।

পিক আপ ভ্যান খাদে পড়ে মৃত অন্তত ১৪, আহত ২০

ভোপাল, ২৯ ফেব্রুয়ারি: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পিক আপ ভ্যান উল্টে খাদে পড়ে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২০ জন। বৃহস্পতিবার ভোররাতে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের দিনদোরি জেলায়। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনা নিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ঘটনা নিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনদোরি জেলার বদ্ধঝাড় ঘাটের কাছে ভোর রাতে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। সেখানে একটি টার্ন নিয়ে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান পিক আপ ভ্যানের চালক। এর জেরে রাস্তা থেকে ৪০-৫০ ফুট নীচে খাদে গিয়ে পড়ে গাড়িটি। এর জেরে ঘটনাস্থলেই অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহত হয়েছেন ২০ জন। মৃতদের মধ্যে ৬ জন মহিলা, ৭ জন পুরুষ এবং এক জন নাবালক রয়েছে।

অ্যালেক্সেই নাভালনির শেষকৃত্যে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে গ্রেপ্তারির আশঙ্কা!

মস্কো, ২৯ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার মস্কোতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে রুশ বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির। এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া। পাশাপাশি তাঁর আশঙ্কা, শেষকৃত্যে আসা মানুষদের গ্রেপ্তার করতে পারে রুশ প্রশাসন। রাশিয়ার জেলে মৃত্যু হয়েছিল পুতিন-বিরোধী নেতার। মৃত্যুর আসল কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। রহস্য দানা বেঁধেছিল নাভালনির দেহ নিয়েও।

এক্স হ্যান্ডলে নাভালনির মুখপাত্র কিরা ইয়ারমিশ জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুরে মস্কোর চার্চে অ্যালেক্সেই নাভালনির শেষকৃত্যের কাজ করা হবে। চার্চ অফ দ্য আইকন অফ দ্য মাদার অফ গড যেখানে বিরোধী রুশ নেতার কাজের আয়োজন করা হয়েছে সেটি মস্কোর মারইনোতে অবস্থিত। জানা গিয়েছে, এই শহরেই নাভালনি থাকতেন। এদিন বরিসভস্কয় কবরস্থানে তার দেহ সমাধিস্থ করা হবে। সূত্রে খবর, মস্কোতে নাভালনির শেষকৃত্য সম্পন্ন করা নিয়ে ইউলিয়ার আশঙ্কা, যাঁরা শ্রদ্ধা জানাতে আসবেন তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারে রুশ প্রশাসন। পাশাপাশি নাভালনির স্ত্রী তোপ দেগেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মস্কোর মেয়রকে। এক্স হ্যান্ডলে ইউলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, পুতিন এবং মস্কোর মেয়র সেরগেই সোবায়ানিন এর জন্য দায়ী। আমরা অ্যালেক্সেইর স্মরণসভা করার জন্য কোনও জায়গা পাইনি। ক্রেমলিনের লোকেরাই ওঁকে মেরেছে। তার পর তাঁর দেহ নিয়ে উপহাস করেছে। ওঁর মাকে নিয়ে উপহাস করেছে। এখন ওরা অ্যালেক্সেইর স্মৃতি নিয়েও উপহাস করবে। একই অভিযোগ জানিয়েছেন নাভালনির সঙ্গীরাও। ক্রেমলিনকে নিশানা করে তাঁরা জানিয়েছেন, পৃথক একটি স্মরণসভার আয়োজন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। একদিন আগে নাভালনির দেহ কবর দেওয়ার পরিকল্পনাও আটকে দেওয়া হয়। যদিও ক্রেমলিনের দাবি, এই রকম কিছুই করা হয়নি। উল্লেখ্য, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নাভালনির মৃত্যুর খবর আসে। তার পর থেকে গোটা রাশিয়াজুড়ে একাধিক স্মরণসভা ও শোকসভার আয়োজন করেন নাভালনির সমর্থকরা। তার জেরেই দেশের আইন লঙ্ঘিত হয়েছে বলে রুশ প্রশাসনের দাবি। তাই নাভালনি সমর্থকরা যেখানেই ফুল দিয়ে প্রিয় নেতার উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছেন, সেই সমস্ত এলাকায় কড়া নজরদারি চালিয়েছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, শতাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

খনি দুর্নীতির মামলায় সিবিআইয়ের তলবে সাড়া দিলেন না অখিলেশ

লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র জোট চূড়ান্ত হয়েছে গত সপ্তাহে। ঘটনাচক্রে, তার পরেই কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে সমন পাঠানো হয় অখিলেশকে। তবে অভিযুক্ত হিসাবে নয়, সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দি দিতেই তাঁকে তলব করা হয়েছে দুর্নীতি ও 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের' মামলা সংক্রান্ত ওই সমনে।

লখনউ, ২৯ ফেব্রুয়ারি: বেআইনি বালি খাদান সংক্রান্ত মামলায় তলব করে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র প্রধান অখিলেশ যাদবকে বুধবার সমন পাঠিয়েছিল সিবিআই। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬০ ধারায় আগামী বৃহস্পতিবার তাঁকে সশরীরে হাজির থাকার জন্য ওই সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই তলবে সাড়া দিলেন না অখিলেশ যাদব।

বৃহস্পতিবার সমাজবাদী পার্টির দলিত, অনগ্রসর এবং সংখ্যালঘু সংগঠনের সভায় যোগ দিতে এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেন, 'ভোটের আগে সমন। ওরা (সিবিআই) তো এখন বিজেপির শাখা হিসাবে কাজ করছে।' এর পরেই সিবিআই সমন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'আমি যে কাগজ পেয়েছিলাম তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি।'

সিবিআইয়ের অভিযোগ, অখিলেশ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১২-১৬ সালে হামিরপুর জেলার বালি ও অন্যান্য কিছু খনিজ উত্তোলনের জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে বরাত বণ্টন করা হয়েছিল। হামিরপুরের তৎকালীন জেলাশাসক-সহ কয়েক জন সরকারি আধিকারিকের এই পদক্ষেপের ফলে রাজস্বের ক্ষতি হয়। সেই সঙ্গে, বেআইনিভাবে বালি ও খনিজবাহী যানবাহন থেকে শুল্ক আদায়ের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল কয়েকটি সংস্থাকে। এ বিষয়ে 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ এনেছে সিবিআই। ঘটনাচক্রে, ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের আগেও ওই মামলা নিয়ে সিবিআইয়ের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল।

মোদির অর্থনৈতিক অনুকরণে পাঞ্জাপ প্রদেশে পরিবর্তন আনতে চান মরিয়ম!

ইসলামাবাদ, ২৯ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কন্যা মরিয়ম নওয়াজ। তিনিই প্রতিবেশী দেশের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। আর শপথ নেওয়ার পরই তাঁর মুখে অকাতর প্রশংসা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তিনি জানিয়েছেন, মোদির অর্থনৈতিক মডেল অনুসরণ করেই প্রশাসন চালাতে চান। মরিয়মের দাবি, পাঞ্জাব প্রদেশকে তিনি অর্থনৈতিক হাব বানাবেন।

যদিও তাঁর এহেন কথায় সমালোচনাও শুরু হয়েছে। আমজাদ আয়ুব মির্জা প্রশ্ন তুলেছেন, পাকিস্তানে মোদি মডেলের প্রয়োগ আদপে একটা অবাস্তব আইডিয়া। কিন্তু মরিয়ম জানিয়েছেন, তিনি চান ওই মডেল অনুসরণ করেই পাঞ্জাব প্রদেশে বিপুল পরিবর্তন আনতে। ১৯৭৩ সালে জন্ম মরিয়মের। ২০১৭ সালে নওয়াজ শরিফের প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ বাতিল হওয়ার পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন মরিয়ম।

পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের সহ-সভাপতি মরিয়ম মুখ্যমন্ত্রীত্বের সুযোগ পেলেন ইমরানের দলের সমর্থিক প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোয়। তাঁরা বয়কট করাতেই পথ একেবারে সহজ হয়ে যায় নওয়াজকন্যার। একদা তাঁর বাবাও ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। এবার সেই পদে শপথ মরিয়মেরও। তাঁর উত্থান খুব সহজ ছিল না। এমনকী হাজতেও পাঠানো হয়েছে ৫০ বছরের নেত্রীকে। এবার ৩৭১ জনের পাঞ্জাব বিধানসভায় ২২০ ভোট পেয়ে পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি।

অনুমতি ছাড়া আর প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হবে না রাম রহিমকে

চণ্ডীগড়, ২৯ ফেব্রুয়ারি: খুন এবং ধর্ষণের অপরাধে জেল খাটছেন ডেরা সাচা সৌদা প্রধান গুরমীত রাম রহিম সিং। আদালতের অনুমতি ছাড়া তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া যাবে না, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্ট। হরিয়ানা সরকারকে আদালতের নির্দেশ, রাম রহিমকে প্যারোলে মুক্তি দিতে হলে আগে আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ৫০ দিনের জন্য প্যারোলে জেলের বাইরে বেরিয়েছিলেন রাম রহিম। তার আগে গত নভেম্বরে তাঁকে ২১ দিনের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ডেরার ম্যানেজার রঞ্জিত সিংকে খুন এবং সিরসার আশ্রমে দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন রাম রহিম। ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

যুদ্ধ আবহের মধ্যেই রাশিয়া-ইউক্রেন সফরে চিনা রাষ্ট্রদূত, জানাল বেজিং

বেজিং, ২৯ ফেব্রুয়ারি: তিন বছর পূর্ণ হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। এখনও থামেনি রক্তক্ষয়ী লড়াই। একে অপরকে আক্রমণ শানাচ্ছে দু'দেশেই। এই আবহে চলতি সপ্তাহে যুদ্ধরত দুটি দেশে যাচ্ছেন চিনের রাষ্ট্রদূত লি হুই। এই সফরে তিনি মস্কো ও কিয়েভের সঙ্গে চলমান সংঘাত নিয়ে কথা বলবেন। পাশাপাশি তিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতেও সফরে যাবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, লড়াই থামানোর নামে 'বন্ধু' রাশিয়াকে সাহায্য করতে হয়তো নতুন কোনও কৌশল নিয়েছে কমিউনিস্ট দেশটি।

বুধবার লি হুইয়ের আসন্ন সফরের কথা ঘোষণা করেছে বেজিং। এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়ে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই জানান, দ্বিতীয় দফায় ইউক্রেনযুদ্ধে রাজনৈতিক নিস্পত্তি ঘটানোর লক্ষ্যে এই সফরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। লি হুই রাশিয়া, ইউক্রেনের পাশাপাশি ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ডেও যাবেন। এদিন সরকারিভাবেও জানানো হয়, এই মুহূর্তে শান্তি ফিরিয়ে আনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, গত দু'বছরে আমরা যুদ্ধ থামাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছি। আমরা আমাদের

চেষ্টার কোনও খামতি রাখিনি। এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য, এই যুদ্ধ থামাতে ঐক্যমত গঠন করা। শান্তি চুক্তির পথ প্রশস্ত করা।

উল্লেখ্য, গত বছরেও রাশিয়া-ইউক্রেন সফরে গিয়েছিলেন লি হুই। মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিলেন। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ কিছু হয়নি। এখনও এই যুদ্ধের কোনও রফাসূত্র মেলেনি। কিন্তু চিনের এই পদক্ষেপে বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল পশ্চিমের দেশগুলো। তাদের বক্তব্য ছিল, চিন 'পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট'-এর কথা বলছে। কিন্তু এর মাধ্যমে রাশিয়া আরও বেশি করে ইউক্রেনের এলাকাগুলো কবজা করে নেবে। যদিও চিনের তরফে সব সময় বলা হয়েছে, দু'দেশের এই যুদ্ধে বেজিং নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযান নিয়ে কোনও মস্কোর নিন্দা করেনি বেজিং।

বলে রাখা ভালো, গত বছর অক্টোবরে চিন সফরে গিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এবার মস্কোতে যাচ্ছেন চিনা রাষ্ট্রদূত। বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধের ময়দানে মস্কোর উপর চাপ বাড়াচ্ছে ইউক্রেন। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কিয়েভকে সাহায্য করছে আমেরিকা। তাই এবার চিনের থেকেও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র চাইতে পারে ক্রেমলিন। আমেরিকাকে চাপে ফেলতে যুদ্ধের ময়দানে 'বন্ধু' রাশিয়াকে সাহায্য করতে পারে চিন।

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Supply of 2(Two) Nos of Garbage Tipper (F.O.T.) Vehicles Mounted on Tata Intra Diesel Vehicles & Supply of 2(Two) Nos of Plastic Crasher Machine capacity of 300Kgs Plus/Daily under Baranagar Municipality Area (Under BEUP Fund)", **NIeQ No: WBMAD/ BM/ HD/NIQ- 84 (eBEUP)/ 2023-24 Dated-28.02.2024, Tender ID No. 2024_MAD_ 676995_1 & 2024_MAD_ 676995_2.** Bid submission of end date (Online) is **19.03.2024 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**

Sd/- Chairman

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

Corrigendum
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-09 of 2023-24 (3rd call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Sinking of 2 nos 300mm x 200mm dia 300 mtr. Deep Tube Well at ward No. 15 & 22 within basirhat Municipal Area. e-Tender Closing Date: **06.03.2024 at 9.00 am**. Bid Opening Date: **09.03.2024 upto 9.00 am**. For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

Tender ID- 2024_ZPHD_676100_1 & 2024_ZPHD_676631_1

Notice bearing NIT No-90 (Sl-1,2) Date- **29/03/24** invites E-Tender for PBG Contact Barsul-II Gram Panchayet for details or visit E-Tender site.

Sd/- Prodhan
Barsul 2 Gram Panchayat

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 71/2023-24 & Memo No.: 292, Date: 29.02.2024,** for **01 no. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **15.03.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 1 no. development work under **Fund 15th FC** vide **NIeT No.: 42/BGP/ 2024, Date: 29/02/2024.** Tender has been published and for detail information visit our G.P. Office.

Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender Title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-058e/2023-24. Tender ID:-2024_MAD_676577_1. Type of Work :-** Construction of Market Building. Bid Submition Start Date:- **01-03-2024**. Bid Submition End Date :- **23-03-2024 at 5:00 PM. N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

Sd/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

Corrigendum
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-16 of 2023-24 (1st call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Electro-Mechanical work for Sinking of Two (2) nos. DTW near the OHR at Ward No.15 & 22 under Basirhat Municipality. e-Tender Closing Date: 06.03.2024 at 9.00 am. Bid Opening Date: 09.03.2024 upto 9.00 am. For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

Office of the Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No MSD/SAHGP/JALANGI/08/2023-24 (Tied)/15th FC, Vide Memo No.- 600/1(12)/ SAHGP, Dated-28-02-2024. Last date of submission of bid (online) **07-03-2024 upto 9-00 am.** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

OFFICE OF THE KHARGRAM GRAM PANCHAYET
(Under Khargram Panchayet Samity) Vill+P.O+P.S.-Khargram, Dist- Murshidabad,

TENDER NOTICE

Sealed Tender hereby invited vide **NIT No. 06 (niet) /KGP/2024 (1st)** dated- 20/02/2024 by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 5th SFC. Last Date of submission & sale of Tender Paper from **27/02/2024 up to** is **08/03/2024 up to 14hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.

Sd/- Prodhan
Khargram Gram Panchayat

KEVENTER AGRO LIMITED (DAIRY DIVISION)
TENDER NOTICE

Sealed tenders in prescribed format are invited from parties with relevant experience for lifting of the following items of scrap from the Company's factory at Barasat on half-yearly contract, on *"as is where is basis"*.

HDPE laminated SMP bags, SMP/ Butter plastic liners, Paper cartons, CFC cartons for butter, spool/ core, MS Drums, Scrap Aluminum, Crates, Drums/Bottles, Poly film etc.

Prescribed forms and other details will be available at the Company's factory at Barrackpore-Barasat Link Road, Subhasnagar, Neelganj, Kolkata – 700 121 on all working days from 04.03.2024 to 12.03.2024 between 12:00 Noon and 04:00 PM against payment of Rs. 200/- in cash.

All offers must be submitted, together with earnest money of Rs. 10,000/- by way of Demand Draft/ Banker's cheque favouring *"KEVENTER AGRO LIMITED"* payable at Kolkata, in sealed envelopes super scribed with *"Offer for Scrap Lifting"* on 15.03.2024 within 01:00 PM at the above address. Earnest money will be refunded in case of non-acceptance of offer. The sealed tender shall be opened on 15.03.2024 at 02:30 PM at Company's factory.

The Company reserves the right to reject any or all offers without assigning any reason whatever.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender Title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-054e/2023-24,NM/PWDT/NIT-055e/2023-2024,NM/PWDT/NIT-056e/2023-24,NM/PWDT/NIT-057e/2023-24. Tender ID :-2024_MAD_676295_1, 2024_MAD_676385_1, 2024_MAD_676398_1, 2024_MAD_676417_1. Type of Work :-** Construction of Cement Concrete Road. Bid Submition Start Date:- Started. Bid Submition End Date :- **15-03-2024 at 5:00 PM.**

N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman,
Nabadwip Municipality

Tender Notice

offline Short Sealed BID-03 of 2023-24 of EE, P.W.D., BD-II for "Emergent erection of Kitchen cum Dining shed (around 800 sq. ft.) at several location for CAPF accommodation under Murshidabad PS, Lalgola PS & Domkal PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing Loksabha Election 2024 under Berhampore Division No.II, P.W.D." from contractor having credential of similar nature works during last 5 (Five) years.

Last date for submission of application:- **01.03.2024 (Upto 2:00 p.m.).**

The details can be obtained from the website **http://www.wbpwd.gov.in** and office notice board.

Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER

Memo. No. 2941/RM
Date – 29.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-26e/2023-24/SL1
Tender ID : 2024_MAD_676624_1

Name of the work : Expression for Rate establishment of the work Supplying,installation & Commissioning of 500 KVA capacity DG set with standard installation & commissioning including appropriate civil foundation and electrical works within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid: 16.03.2024. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Ranaghat Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-109/2023-24

Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_676587_1, **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_676597_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.

Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

Gobindapur Gram Panchayat
Hatgobindapur, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: 166/GGP/2023-24 & NIT No.: 15/2023-24/5th SFC-Tied (Sl.-1-3), ii) Memo No.: 167/GGP/2023-24 & NIT No.: 16/2023-24/ 15th FC-Tied (Sl. 1) , iii) Memo No.: 168/ GGP/2023-24 & NIT No.: 17/2023-24/ 5th SFC-Tied & Untied (Sl. 1-4) & iv) 169/GGP/2023-24 & NIT No.: 18/2023-24/ BEUP (Sl. 1), Date: 29.02.2024.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **29.02.2024 from 11:00 Hrs. (NIT-15, 16), 18.00 Hrs. (NIT-17, 18).** Bid Submission Closing Date: **08.03.2024 up to 15:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **11.02.2024 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Gobindapur GramPanchayat

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/WS/478/23-24 Dated 12.02.2024

E-Tenders are being Invited for:- (1) Sinking of Big dia Tube Well (300mmX150mm dia) depth upto 300 meter with UPVC pipe at Rabindranagar in ward No. 30 under Rajpur Sonarpur Municipality. **(2)** Sinking of Big dia Tube Well (300mmX150mm dia) depth upto 300 meter with UPVC pipe at Chowhati Surya Sen Colony in ward No.24 under Rajpur Sonarpur Municipality. **a) Tender Value:** Rs. 13,50,710.38/- **b) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender is being extended from** 29.02.2024 at 15-30 hrs to 06.03.2024 at 17-30 hrs. **c) Date & Time for Opening of Technical Bid is being extended from** 04.03.2024 at 11-00 hrs to 09.03.2024 at 11-00 hrs. **d) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028

"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." three tenders for work related to" Construction of temporary Dwelling Units and toilets (urinals) for Rehabilitation of Families to Facilitate Progress of Metro Railway Project under Dum Dum Municipality vide memo no 1440/DDM/GEN/23-24 dtd 28.02.2024, published online on 29.02.2024.

Also published on tender related to 'Construction of M.S. Structural Gate covered with ACP Board, Stainless Steel Lettering and other allied works.....' vide memo no 1441/DDM/GEN/23-24 dtd 28.02.2024, published online on 29.02.2024.

Also published one 'Lease for right of Collection of Tolla of Stalls lying from Debonair Restaurant to Moila Khana More outside of Municipal Market' Auction published vide memo no 1415/DDM/GEN/23-24 dtd 22.02.2024 published online on 27.02.2024.

Last Date for Dropping Bids is 05.03.2024 and technical bid opening is 07.03.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন (০৩৩) ২৬৩৮ ৩২১১/৩২১২/৩২১৩ ফ্যাক্স (০৩৩) ২৬৫৪ ০৮৩০

NIT No. 13/STORES/2023-24 তারিখ : ২৭.০২.২০২৪

টেন্ডার আহ্বায়ক সংক্ষিপ্ত নোটিশ

সেক্রেটারি, এইচএমসি, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পক্ষে বিভিন্ন স্টেশনারি দফাগুলি (বার্ষিক প্রয়োজন-যখন এবং যেমন আবশ্যক ভিত্তিতে) এইচএমসি'র ২০২৩-২৪ সালের জন্য- সরবরাহের জন্য একই ধরনের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রখ্যাত, বৈধ ট্রেড লাইসেন্সধারী, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত সরবরাহকারী/সংস্থার কাছ থেকে সিলকরা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী ডাকদাতারা/উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে বিস্তারিত তথ্যের জন্য **https://wbtenders.gov.in** দেখতে পারেন।

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইনে) শুরুর তারিখ : ১৩.০৩.২০২৪ বিকেল ৫ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অন লাইনে) শেষ তারিখ : ১৬.০৩.২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।

২৮৩(৩)/২৩-২৪
২৯.২.২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মুড়িগঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
পাখিরালা, সাগর, দঃ ২৪ পরগনা

ABRIDGED NIT

On behalf of Muriganga-I Gram Panchayat of Sagar Block under South 24 Parganas Dist. invites bids for 2nos Road, 1no Market stall (Vide NIT No. 45,46, 47) within the GP area. Scheme wise separate bid is invited. The last date of submission of online Bid is **02/03/2024 upto 3 P.M.** For details please visit to **www.wbtenders.gov.in**

SD/- Pradhan
Muriganga-I GP

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 464/MM/PWD/NIeT/2023-24, 465/MM/PWD/NIeT/2023-24, and Dated: 23-02- 2024.** The last date for online submission of tender is **18-03-2024 (Monday) up to 14:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-TENDER NOTICE

1) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LT/OH Un-Armoured Cable & LED Street Light at Palasdiha Samantapara, under Ward No.- 32, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-102/23-24
Tender ID : 2024_MAD_676685_1 • Estimated Amount : Rs. 1,14,694/-

2) Name of the Work: Extension of LT/OH distribution with ACSR Conductor & LED Street Light Fittings and improvement of illumination with Steel Tubular Pole with UG Armoured Cable & Street Light at Royal City Phase-I, behind B.C. Roy Engineering College, Fhuljhore, under Ward No.- 25 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-103/23-24
Tender ID : 2024_MAD_676953_1 • Estimated Amount : Rs. 4,91,536/-

3) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, UG Armoured & OH Un-Armoured Cable, LED Street Light Fittings and others accessories at Subhaspally, Swapna Market, Baburbandh, under Ward No.- 26, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-104/23-24
Tender ID : 2024_MAD_676984_1 • Estimated Amount : Rs. 1,23,657/-

4) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, UG Armoured Cable, LED Street Light Fittings & others accessories item at Uttarpally Aparjon Sarbojanin Durgamandir Math, M.A.M.C., under Ward No.- 24, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-105/23-24
Tender ID : 2024_MAD_677017_1 • Estimated Amount : Rs. 1,62,928/-

Last Date : 08th March 2024, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in

Sd/-Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টেও বাদ রাহুল, দলে ফিরলেন বুমরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পারলেন না লোকেশ রাহুল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টেও খেলতে পারবেন না তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আগেই জানিয়েছিল, রাহুল খেলতে পারবেন কি না সেটা তাঁর সুস্থতার উপর নির্ভর করবে। সুস্থ হতে পারেননি তিনি।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তবিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল দল রাহুলের উপর নজর রেখেছে। লন্ডনে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যদি বাড়তি কোনও চিকিৎসা দরকার হয় সেটা রাহুলকে দেওয়া হবে। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন রাহুল। তার পরেই জানা যায় যে পেশিতে চোট লেগেছে তাঁর। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন তিনি। রাহুল খেলতে পারেন আশা করেই তাঁকে পরের টেস্টগুলির প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরের চারটি টেস্টে খেলতে পারলেন না তিনি।

তবে ভারতের জন্য ভাল খবর যে শেষ টেস্টে দলে ফিরছেন যশপ্রীত বুমরা। রাঁচীতে চতুর্থ টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

বদলে অভিষেক হয়েছিল আকাশ দীপের। এখন বুমরা দলে ফিরলে তাঁকে বাইরে বসতে হতে পারে। তবে রাঁচীতে মহম্মদ সিরাজের থেকে আকাশ বেশি ভাল বল করেছেন। তাই তাঁকে রেখে সিরাজকেও বসাতে পারে ম্যানেজমেন্ট। বা তিন পেসারও খেলাতে পারেন রোহিত শর্মারা।

শেষ টেস্টের আগে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওয়াশিংটন সুন্দরকে। প্রথম একাদশে তাঁর জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে রঞ্জি দল তামিলনাড়ুর হয়ে রঞ্জির সেমিফাইনাল খেলতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। ২ মার্চ থেকে শুরু রঞ্জির সেমিফাইনাল। দরকার পড়লে রঞ্জি খেলার পরে আবার জাতীয় দলে যোগ দিতে পারেন তিনি।

পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় দল রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, রজত পটীদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, শ্রীকর ভরত, দেবদত্ত পড়িক্কল, অক্ষর পটেল, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ।

প্রশ্নের মুখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

এক যাত্রায় হার্দিকের জন্য পৃথক ফল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশ্নের মুখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেটার ভেদে নিয়ম বদলের অভিযোগ উঠছে। বুধবার বার্ষিক কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। সেই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে শ্রেয়স আয়ার ও ঈশান কিশনকে। বোর্ডের নির্দেশ মতো ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলায় শাস্তি পেতে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু হার্দিক পাণ্ড্য ঘরোয়া ক্রিকেট না খেললেও তাঁকে এই আওতায় ফেলা হবে না বলে জানানো হয়েছে। তার পরেই প্রশ্ন উঠছে।

প্রশ্ন তুলেছেন ইরফান পাঠান। ভারতের এই প্রাক্তন ক্রিকেটারের প্রশ্ন, যদি নিয়ম করা হয় তা হলে সেটা সবার জন্যই এক রাখা উচিত।

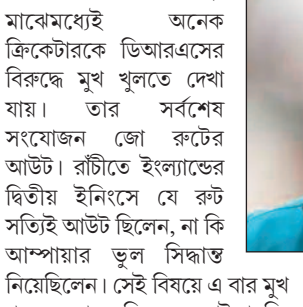

কাউকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেটাই দেখা গিয়েছে এই ক্ষেত্রে। বোর্ড সম্ভবত হার্দিকের চোট বিবেচনা করে তাঁকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। তার পরেও প্রশ্ন তুলছেন ইরফান। এক্স হ্যান্ডলে ইরফান লেখেন, তশ্রেয়স ও ঈশান দু'জনেই প্রতিভাবান ক্রিকেটার। আমি নিশ্চিত ওরা ফিরে আসবে। যদি হার্দিকের মতো ক্রিকেটার লাল বলের ক্রিকেট খেলতে না চায় তা হলে অন্য ফরম্যাটে জাতীয় দলে ফিরতে কি ওকেও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে? যদি এই নিয়ম সবার ক্ষেত্রে এক না হয় তা হলে কিন্তু ফল পাওয়া যাবে না।দ

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের মাঝপথে দেশে ফিরে এসেছিলেন ঈশান। জানিয়েছিলেন, মানসিক অবসাদ হয়েছে তাঁর। ঈশানের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে আবার জাতীয় দলে ফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। কিন্তু সেই পরামর্শ মানেননি ঈশান।

চুক্তিতে ধারেকাছে না থাকলেও রোহিত-কোহলিদের সমান টাকা মুকেশ-আকাশদের পকেটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে চিন্তায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। যে ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারেরা রঞ্জির প্রতি অনীহা দেখাচ্ছেন তা ভাল ভাবে নিচ্ছে না বিসিসিআই। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত আইপিএল নির্ভরতা কমাতে চাইছে তারা। ক্রিকেটারেরা যাতে আরও বেশি করে টেস্ট খেলার দিকে আগ্রহ দেখায় সেই পরিকল্পনাও করেছে রজার বিন্নী, জয় শাহের নেতৃত্বাধীন বোর্ড। আইপিএলের কথা মাথায় রেখে টেস্ট ও রঞ্জিতে ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে বলেন, অটেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বেতন বৃদ্ধি করার প্রস্তাব এসেছে। যেমন, এক জন ক্রিকেটার যদি রঞ্জির পুরো মরসুম খেলে তা হলে সে ৭৫ লক্ষ টাকা পাবে। আইপিএলে মাঝারি মানের ঘরোয়া ক্রিকেটারেরা এই টাকা পায়। আবার যদি কোনও ক্রিকেটার বছরের সব ক'টি টেস্ট খেলে তা হলে তাকে ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। আইপিএলে কোনও দলের তারকা ক্রিকেটারেরা এই টাকা পায়।দ

ওই আধিকারিকের মতে, সারা বছর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে হলে এক জন ক্রিকেটারের যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় তার পরে অন্য ফরম্যাটের ক্রিকেট খেলা কঠিন। লাল বলের ক্রিকেট খেলা অনেক ক্রিকেটার আইপিএলে দল পান না। কিন্তু তাঁদের গুরুত্ব কম নয়। সেই কারণে বিসিসিআই এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। তেমনটা হলে মুকেশ কুমার, আকাশ দীপেরা বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সমান টাকা পাবেন। কারণ, বাংলার এই দুই ক্রিকেটার এখন ভারতের টেস্ট দলে রয়েছেন।

আগে রঞ্জিতে গোটা মরসুম খেললে ২৫ লক্ষ টাকা পেতেন ক্রিকেটারেরা। আইপিএলে ঘরোয়া ক্রিকেটারদের ন্যূনতম মূল্যের সমান এই টাকা। তার ফলেই অনেকর ক্রিকেটারের ঘরোয়া ক্রিকেটে আগ্রহ কমছে বলে মনে করছে বোর্ড। সাম্প্রতিক সময়ে ঈশান কিশন বা শ্রেয়স আয়ারের ঘটনা তারই প্রমাণ। সেই কারণে হয়তো নতুন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বোর্ড।

রাহুলের চোট নিয়ে চিন্তা বাড়ছে আইপিএল দলেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মশালায় শেষ টেস্টে খেলতে পারবেন না লোকেশ রাহুল। এই ঘোষণার পরেই সহ-অধিনায়কের নাম জানিয়ে দিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। তাদের অধিনায়ক রাহুল। তাঁর চোট সারতে কত দিন সময় লাগবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। সেই কারণেই সহ-অধিনায়কের নাম জানিয়ে রাখল লখনউ। রাহুল খেলতে না পারলে দলকে নেতৃত্ব দেবেন নিকোলাস পুরান।

গত বারের আইপিএলে রাহুল চোট পেয়ে দল থেকে বাদ যাওয়ার পর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্রুণাল পাণ্ড্য। এ বারে আর তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হল না। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নেতৃত্ব দেওয়া পুরানকে দায়িত্ব দেওয়া হল এ বারের আইপিএলে। যদিও রাহুল খেললে অধিনায়ক তিনিই। গত বারের আইপিএলের আগে পুরানকে ১৬ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল লখনউ। দলের অন্যতম উইকেটরক্ষক তিনি। ১৫ ম্যাচে পুরান করেছিলেন ৩৫৮ রান। গড় ২৯.৮৩, স্ট্রাইক রেট ১৭২.৯৫।

আইপিএল শুরু ২২ মার্চ থেকে। লখনউয়ের প্রথম ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ হবে ২৪ মার্চ। রাহুল শেষ বার খেলেছিলেন হায়দরাবাদে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন তিনি। তার পরেই চোটের কারণে দল থেকে বাদ পড়েন। বৃহস্পতিবার রাহুলকে পঞ্চম টেস্টের দলেও না রাখার কথা জানায় বোর্ড। সেই সঙ্গে বলে, তরাহুল লন্ডনে রয়েছেন। তাঁর চোট পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর আগে যদিও জানা গিয়েছিল রাহুল ৯০ শতাংশ সুস্থ।

ইংল্যান্ডের রুটকে ভুল আউট দিয়েছিলেন আম্পায়ার!

জবাব দিলেন ডিআরএস প্রযুক্তির নেপথ্য কারিগর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনিই তৈরি করেছেন ডিআরএস প্রযুক্তি। সেই প্রযুক্তি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। মাঝেমধ্যেই অনেক ক্রিকেটারকে ডিআরএসের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা যায়। তার সর্বশেষ সংযোজন জো রুটের আউট। রাঁচীতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে যে রুট সত্যিই আউট ছিলেন, না কি আম্পায়ার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই বিষয়ে এ বার মুখ খুললেন পল হকিন্স। হকআই প্রযুক্তি তাঁরই তৈরি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই বোঝা যায় যে এলবিডব্লিউয়ের ক্ষেত্রে বল উইকেটে লেগেছে কি না।

ঘটনাটি ঘটেছিল ইংল্যান্ডের ইনিংসের ১৭তম ওভারে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বল গিয়ে লাগে রুটের প্যাডে। আবেদন করে ভারত। আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা প্রথমে আউট দেননি। খালি চোখে দেখে মনে হচ্ছিল, বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়েছে। ভারত রিভিউ নেয়। তাতে দেখা যায়, ১ মিলিমিটারের কম তফাতে বল স্টাম্প লাইনে পড়েছে ও লেগ স্টাম্পে লেগেছে। ফলে আম্পায়ার নিজের সিদ্ধান্ত বদল করেন। রুট এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। ইংল্যান্ড শিবিরও ডিআরএস নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

এই বিতর্কের জবাব দিয়েছেন হকিন্স। তিনি বলেন, তএই প্রযুক্তিতে তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়। এক, বল পিচে কোথায় পড়েছে? দুই, বল প্যাডে কোথায় লেগেছে? তিন, প্যাড ও স্টাম্পের মধ্যে কতটা দূরত্ব রয়েছে? পিচে বা ব্যাটারের প্যাডে লাগার সময় বলের ৫০ শতাংশের বেশি যে দিকে থাকে সে দিকের হিসাব হয়। স্টাম্পের ক্ষেত্রেও তাই।

এখানেই থেমে থাকেননি হকিন্স। তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি এমন ভাবে তৈরি যদি বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়ত, অর্থাৎ বলের ৫০ শতাংশের বেশি লেগ স্টাম্পের বাইরে থাকত তা হলে সেটা বোঝা যেত। সবুজ আলো জ্বলে উঠত। সাধারণত, মিলিমিটারের ভগ্নাংশে এর হিসাব হয়। তাই এই প্রযুক্তি ভুল হতে পারে না। রুটের ক্ষেত্রে বলের ৫০ শতাংশের বেশি পিচের মধ্যে ছিল। তাই আম্পায়ার ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।দ

টেস্ট সিরিজ ইতিধ্যেই ৩-১ জিতে গিয়েছে ভারত। ৭ মার্চ থেকে ধর্মশালায় পঞ্চম টেস্ট খেলতে নামবে দু'দল। সেই টেস্ট জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় আরও এগিয়ে যেতে চাইছেন রোহিত শর্মারা।

কাকে সব কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারতের 'নতুন ধোনি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরিয়ারের শুরুর দিকে দলগত সাফল্যের সময় তিনিই ছিলেন দলের কোচ। আবার জাতীয় দলের হয়ে কেরিয়ারের শুরুতে ব্যক্তিগত সাফল্যের সময়ও তিনিই দলের কোচ। তাই অন্য কারও নাম মাথায় আসছে না ধ্রুব জুরেলের। রাঁচীতে চতুর্থ টেস্টে ম্যাচের সেরা হওয়ার পরে একমাত্র রাহুল দ্রাবিড়ের কথাই ভাবছেন তিনি।

কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টেই ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। সবার নজর কেড়েছেন ধ্রুব জুরেল। রাঁচী টেস্টের পরে এক্স হ্যান্ডলে দ্রাবিড়ের সঙ্গে দু'টি ছবি দিয়েছেন জুরেল। একটি ছবিতে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জার্সিতে। অন্য ছবিটি রাঁচীতে টেস্ট জেতার পরে। ক্যাপশনে জুরেল লেখেন, তজুনিয়র থেকে সিনিয়র, কিন্তু সব সময় এই কিংবদন্তির ছাত্র।

২০২০ সালে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন জুরেল। সেই দল বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই সময় ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। আবার ভারতীয় জার্সিতে জুরেলের অভিষেকের সময়ও কোচ সেই দ্রাবিড়ই। সেই কারণেই হয়তো দলে শুরু থেকেই স্বাভাবিক ভাবে খেলেছেন জুরেল। অতিরিক্ত চাপ নেননি। ম্যাচের সেরা হওয়ার পরে সেই কারণেই হয়তো দ্রাবিড়ের কথা বলেছেন তিনি।

ডোপ করার অভিযোগ, চার বছরের জন্য নির্বাসিত বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাসিত পল পোগবা। ইটালির সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে তাঁকে। ইটালির ক্লাব জুভেন্টাসের হয়ে খেলেন পোগবা। ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ২০১৮ সালে। ডোপ করার অভিযোগে শাস্তি পেলেন তিনি।

গত বছর সেপ্টেম্বরে পোগবাকে নির্বাসিত করেছিল ইটালির অ্যান্টি-ডোপিং ট্রাইবুন্যাল। টেস্টোস্টেরন নামে এক নিষিদ্ধ ওষুধ নেওয়ার জন্য নির্বাসিত করা হল পোগবাকে। গত বছর অগস্ট মাসে জুভেন্টাসের ম্যাচ ছিল উডিনিজ়ের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে জুভেন্টাস ৩-০ গোলে জিতেছিল। ওই ম্যাচেই ডোপ করার জন্য ধরা পড়েন পোগবা। যদিও সেই ম্যাচে খেলানো হয়নি তাঁকে। ১৮ জনের দলে ছিলেন পোগবা। বসেছিলেন সাইডলাইনে। জুভেন্টাস এখনও

পোগবাকে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে বাদ দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

পোগবার কাছে সুযোগ রয়েছে সুইস কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টসে যাওয়ার। সেখানে তিনি তাঁর শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন। তবে এই শাস্তি পোগবার ফুটবল কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারে। ৩০ বছরের পোগবা চার বছর খেলতে না পারলে আর সুযোগ পাবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। নির্বাসন ওঠার সময় তাঁর বয়স হবে ৩৪ বছর। সেই বয়সে কি আর ফুটবল খেলবেন পোগবা?

পোগবা যদি প্রমাণ করতে পারেন তিনি জেনেবুঝে ডোপ করেননি, তা হলে শাস্তি কমতেও পারে। ২০২২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে জুভেন্টাসে যোগ দিয়েছিলেন পোগবা। এর আগেও ইটালির ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

রাঁচীতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফেরার পথে চমক দিলেন শুভমন গিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাঁচীতে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফেরার পথে চমক দিলেন শুভমন গিল। আইপিএলে চলতি মরসুমে গুজরাত টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমন। সেই দলেই এ বার খেলবেন রবিন মিঞ্জ। তাঁর বাবা রাঁচী বিমানবন্দরে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করেন। টেস্ট খেলে ফেরার পথে আচমকা সতীর্থের বাবার সঙ্গে দেখা করলেন শুভমন।

বিমানবন্দরে ফ্রান্সিসের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় শুভমনকে। তার পরে ইনস্টাগ্রামে রবিনের বাবা ফ্রান্সিস জুভিয়ারের সঙ্গে নিজের ছবি দেন শুভমন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, তরবিনের বাবার সঙ্গে দেখা গেল। আপনার পরিশ্রম ও চলার পথের কাহিনী আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশা করছি আইপিএলে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।দ

নিলামে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় রবিনকে কিনেছে গুজরাত। রাঁচীর সনেট ক্রিকেট ক্লাবে অনুশীলন করেন রবিন। সেখানে তাঁর কোচ আসিফ হক জানিয়েছেন, সবাই রবিনকে ক্রিস গেইল বলে ডাকেন। আসিফ বলেন, ''আমরা ওকে রাঁচীর গেল বলি। রবিন বাঁ হাতে ব্যাট করে। গেলের মতোই বিশাল বিশাল ছক্কা মারে। ২০০-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে রান করে।'' ধোনিকে আদর্শ করে খেলা শুরু করা রবিন মাহির দলে জায়গা না পেলেও আইপিএলে ভাল খেলবেন বলে আশাবাদী আসিফ। রবিনের বাবা ফ্রান্সিস সেনাবাহিনীতে ছিলেন। খেলাধুলোর জন্যই চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। ছেলে রবিনেরও ছোট থেকে খেলায় ঝোঁক ছিল। কিন্তু তিনি ক্রিকেট খেলা শুরু করেন ধোনিকে দেখে। ধোনির মতোই ব্যাটারের পাশাপাশি উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন রবিন। এখন দেখার শুভমনের দলে প্রথম একাদশে তিনি জায়গা পান কি না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**